বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
www.nsda.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১-২০২২

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY BANGLADESH

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও আদর্শকে লালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। দ্রুত উন্নত দেশে উত্তরণের অভিপ্রায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রহণ করেছেন রূপকল্প ২০৪১। কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ড এর চেয়ারম্যান করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়ন এনএসডিএ-এর মূল কার্যক্রমের অংশ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এর সুবিধা গ্রহণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও বিশ্বের ক্রমপরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে দেশের যুব সমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা এনএসডিএ- এর অন্যতম দায়িত্ব। এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৭ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বোর্ডের প্রথম সভায় অনুমোদিত হয়।

মানসম্পন্ন দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, চাহিদা ও পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতা উন্নয়নে সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার বিষয়েও এনএসডিএ নিরলসভাবে কাজ করছে। এ সকল কার্যক্রম তুলে ধরে এনএসডিএ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তথ্যবহুল বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজন এনএসডিএ-এর কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও উপকৃত হবেন বলে আশা করি ।

আমি এনএসডিএ-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

ড. আহমদ কায়কাউস

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মাহনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেন। উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে তিনি সার্বিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, যুবসমাজকে যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে উন্নত দেশের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমান বলেছেন, "এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।" জাতির পিতার এ গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে দেশের যুবসামজের কাজ বা চাকরি পাওয়ার মাধ্যমে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সার্থকতা এবং দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন, নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা রয়েছে। তাঁর এ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক দেশকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তলার জন্য উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দেশে ও দেশের বাইরে যুবসমাজের কর্মের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে দ্রুত আধুনিক শিল্পের প্রসার ঘটছে। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে নতুন কারিকুলাম ও যোগ্যতাভিত্তিক দক্ষতা ম্যাটেরিয়াল তৈরির মাধ্যমে যুবদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার উদ্যোগে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এনএসডিএ গুণগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে দেশ ও বিদেশের বাজারের উপযোগী করে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। করোনা মহামারী দক্ষতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হয়েছে। এ-সকল পেশায় দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরি করা হলে দেশের উন্নয়নে তা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

এ-সকল উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন এনএসডিএ প্রতিষ্ঠার পর হতে দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, কোর্স প্রদান, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পেশার চাহিদার ভিত্তিতে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (সিএস), কারিকুলাম, কোর্স এক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (ক্যাড) এবং কম্পিটেন্সি বেজড লানিং ম্যাটেরিয়ালস (সিবিএলএম) প্রণয়ন করছে এবং নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

আমি আনন্দিত যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। গত অর্থবছরে এনএসডিএ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে বলে আমি আশা করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

উপক্রমণিকা

বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান উপায় দক্ষতা উন্নয়ন। সে-কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুবসমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

গত প্রায় দুই বছর ধরে করোনা মহামারীর কারণে কোনো কোনো পেশার সুযোগ সংকোচিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন পেশা চিহ্নিত করে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে এনএসডিএ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এছাড়া, প্রযুক্তির সাথে খাপ-খাওয়াতে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম, দক্ষতা স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এ বিষয়েও এনএসডিএ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

উল্লেখ্য যে, দেশের যুবসমাজের একটি বড় অংশ প্রশিক্ষণ ছাড়াই দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থেকে উপার্জন করছেন। দীর্ঘদিন কাজে সম্পৃক্ত থাকায় তারা সংশ্লিষ্ট পেশায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু দক্ষতা প্রশিক্ষণহীন এ-সকল কর্মীদের দক্ষতার কোনো সনদ না থাকায় তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। তাই তাদের পূর্ব অর্জিতার স্বীকৃতি (RPL) প্রদানের মাধ্যমে উন্নততর কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং অধিকতর উপার্জন করার বিষয়েও এনএসডিএ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর আওতায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসএসডিএ) ২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কার্যক্রম শুরু করে। ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এনএসডিএ-এর সাম্প্রতিক মাইলফলক অর্জন হলো জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর (এনএসকিউএফ) প্রবর্তন। ছয়স্তর বিশিষ্ট এনএসকিউএফ বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (বিএনকিউএফ) সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। এনএসকিউএফ প্রবর্তনের ফলে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে উচ্চতর শিক্ষার সাথে সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ঘটবে।

এনএসডিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ ডিজিটাল করা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (www.skillsportal.gov.bd) তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ১৬টি মডিউলের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫টি মডিউল চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে নিবন্ধনের আবেদন করতে পারছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালটি তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণার্থীর সনদসহ বিস্তারিত সকল তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনএসডিএ-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বাজারে বিদ্যমান চাহিদার সমন্বয় সাধন, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বাজারের চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান, শিল্পে সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশ নিয়োগে সহযোগিতা, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যোগ্য ও প্রত্যায়িত অ্যাসেসর দ্বারা অ্যাসেসমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট খাত ও উপখাতে নিয়োজিত কর্মীদের আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং কার্যক্রমে এনএসডিএ-কে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry Skills Council: ISC) গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ১৩টি আইএসসি গঠন করা হয়েছে এবং ৩টি আইএসসি গঠনের কাজ চলমান আছে।

পাশাপাশি, এনএসডিএ কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ৩১৯টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন এবং ৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে কোর্স এক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত এনএসডিএ হতে ১৪৯টি দক্ষতামান, ১৪৯টি কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট, ২৭টি পাঠ্যক্রম, ১৪টি কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং মেটেরিয়াল প্রণীত হয়েছে। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত ১২টি অকুপেশনে ৪৭টি প্রতিষ্ঠানকে কোর্স পরিচালনা ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এনএসডিএ-এর নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৯৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের দ্বারা অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে ১৩৭১ জন কম্পিটেন্ট হয়েছেন। এ পর্যন্ত ৪৩৩ জন কম্পিটেন্ট অ্যাসেসর নিয়ে পুল গঠন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া চলমান আছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে এনএসডিএ-এর নিজস্ব ৫৪ জন জনবলের মধ্যে ৪৩ জনের যোগদানের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০, আইএসসি অপারেশনস গাইডলাইন, জাতীয় মানবম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইনসহ প্রয়োজনীয়সংখ্যক গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশ ও বিদেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি (এমআরএ) স্বাক্ষর-সংক্রান্ত কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য এনএসডিএ কাজ করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত দক্ষতা-সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচি এবং দক্ষতা-কম্পোন্যান্টসম্পন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রতিবেদন প্রকাশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা এবং এ প্রকাশনার জন্য তাঁর প্রেরিত বাণী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। অধিকন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সার্বিক নির্দেশনা এনএসডিএ-এর পথ পরিক্রমা সহজ করে দিয়েছে। তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এনএসডিএ-এর ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালকবৃন্দ ক্লান্তহীনভাবে কাজ করেছেন। সদস্যবৃন্দ সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে সর্বদা সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী সহায়তা করেছেন এবং প্রশাসন উইং-এর কর্মকর্তাগণ একটি নির্ভুল প্রতিবেদন প্রকাশে একাগ্রচিত্তে কাজ করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

নাসরীন আফরোজ
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে কাজ করছেন তার সুযোগ্য উত্তরসুরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী নেতৃতে বাংলাদেশ এখন অদম্য এক সাহসের গল্প। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত বাংলাদেশ গঠন এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। অপর দিকে, প্রায় ১৭ কোটির বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের সুবিধা ভোগ করছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে কাঙ্ক্ষণীয় লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হবে। দেশের এ কর্মক্ষম যুবগোষ্ঠীকে যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনামাফিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা যায়, তবে এ প্রশিক্ষিত যুবগোষ্ঠী দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের কর্মসংস্থান তৈরি করে নিতে পারবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বের ফসল হিসেবে দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর মাধ্যমে গঠিত এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় এনএসডিএ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যাত্রা শুরু করে ম্যান্ডেট অনুযায়ী গৃহীত কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ এবং ২০২২-২০২৭ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে। অপরদিকে, এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ টিএপিপির আওতায় প্রচার-প্রচারণা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এনএসডিএ-এর চারটি উইং-এর সম্পাদিত কার্যক্রম একীভূত করে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। আশা করি, এনএসডিএ'র ২০২১-২২ অর্থবছরের এ প্রকাশনা অংশীজন, গবেষকবৃন্দ এবং দক্ষতা সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে লাগবে।

প্রতিবেদন তৈরিতে সার্বক্ষণিক তদারকী এবং নির্দেশনা দিয়েছেন এনএসডি-এর সম্মানীত নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব নাসরীন আফরোজ মহোদয়। তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এনএসডিএ-এর সম্মানীত সদস্যবর্গ প্রতিবেদনটির মান উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রকাশনার জটিল কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্য গঠিত কমিটির সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও, খসড়া তৈরি, বিভিন্ন উৎস হতে ছবি সংগ্রহ, প্রুফ দেখার কাজে আমার সহকর্মীগণ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যউপাত্ত সংগ্রহকালীন ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুদ্রণজনিত প্রমাদসহ অনিচ্ছাকৃত ক্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করছি।

কামরুন নাহার সিদ্দীকা
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২১-২০২২

সার্বিক তত্ত্বাবধান

নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ নূরুল আমিন, সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)

কামরুন নাহার সিদ্দীকা, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন, সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট)

বেগম আলিফ রুদাবা, সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)

সম্পাদনা সহকারী

রুমানা খোরশেদ, পরিচালক (প্রশাসন) আহবায়ক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, উপপরিচালক (এইচআরএম ও প্রকিউরমেন্ট) ও সদস্য, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি

সার্বিক সহযোগিতা

মোঃ আব্দুর রহমান, পরিচালক (দক্ষতা কার্যক্রম সমন্বয়)
জেসমীন আক্তার, পরিচালক (অ্যাসেসমেন্ট)
মোঃ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (নিবন্ধন)
ড. মো. আনোয়ারুল হক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও শিল্প সংযোগ)
ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, পরিচালক (দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম)
মোঃ কামরুজ্জামান, পরিচালক (সনদায়ন)
শুভ্রা রায়, উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)
সানিউল ফেরদৌস, উপ পরিচালক (প্রশাসন)
মোঃ আবু ওয়াদুদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব
মামুন সরদার, উপপরিচালক (বাজেট ও হিসাব)
মোঃ শাহ আলম মিয়া, উপপরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল)
জনাব সুবীর কুমার দাশ, উপপরিচালক (নিবন্ধন)
মোসাঃ আফিয়া সুলতানা চৌধুরী, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর

শব্দ সংক্ষেপ

এপিএ (APA)	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)
বিএনকিউএফ (BNQF)	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualification Framework)
বিটিইবি (BTEB)	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (Bangladesh Technical Education Board)
সিএডি (CAD)	কোর্স অ্যাক্রেডিটেশন ডকুমেন্ট (Course Accreditation Document)
সিবিএলএম (CBLM)	কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (Competency-Based Learning Material)
সিওই (COE)	সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স (Centre of Excellence)
সিএস (CS)	কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (Competency Standard)
জিওবি (GoB)	গর্ভনমেন্ট অব বাংলাদেশ (Government of Bangladesh)
আইএলও (ILO)	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (International Labour Organization)
আইএসসি (ISC)	ইন্ড্রাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (Industry Skills Council)
কেপিআই (KPI)	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator)
এলডিসি (LDC)	স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country)
এলএমআইএস (LMIS)	লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম (Labour Market Information System)
এমআরএ (MRA)	পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তি (Mutual Recognition Agreement)
এনএইচআরডিএফ (NHRDF)	জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund)
এনজিও (NGO)	নন-গভর্মেন্ট অর্গানাইজেশন (Non-Government Organization)
এনএসডিএ (NSDA)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (National Skills Development Authority)
এনএসডিসি (NSDC)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (National Skills Development Council)
এনএসডিপি (NSDP)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (National Skills Development Policy)
এনএসপি (NSP)	ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (National Skills Portal)
এনএসকিউএফ (NSQF)	ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (National Skills Qualification Framework)
পিআইসি (PIC)	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (Project Implementation Committee)
পিএসসি (PSC)	প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (Project Steering Committee)
কিউএ (QA)	কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (Quality Assurance)
আরপিএল (RPL)	পূর্বঅভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning)
এসটিপি (STP)	স্কিলস ট্রেইনিং প্রভাইডার/দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (Skills Training Provider)
টিভিসি (TVC)	টেলিভিশন কমার্সিয়াল (Television Commercial)
টিএপিপি (TAPP)	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Assistance Project Proposal)
টিভিইটি (TVET)	কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical and Vocational Education & Training)

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচিতি

ভূমিকা

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিদ্যমান ধারাবাহিকতা বেগবান করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে উত্তরণের নিমিত্ত বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনক্ষম দক্ষ মানবসম্পদে পরিনত, মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণসহ অভিন্ন সনদায়নের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে। এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কীয় সকল কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন, দক্ষতার পারস্পরিক স্বীকৃতি, অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, সনদায়ন এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কর্মহীন যুব সমাজকে জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন ও ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ-জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখি শ্রমের চাহিদা পূরণ, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক সংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। দেশের বিশাল যুব জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ পেশায় উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়। তাই দক্ষতা প্রশিক্ষণ তদারকি, দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন, অ্যাসেসর পুল তৈরি, শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

আইন অনুযায়ী গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারপার্সন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি । নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রধান এবং গভর্নিং বোর্ড ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসচিব। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত মোট জনবল ৮৮ জন।

১.২ রূপকল্প

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।

১.৩ অভিলক্ষ্য

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।

১.৪ উদ্দেশ্য

১) দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে আগ্রহী করে তোলা।

২) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনুশীলন চর্চা (Best Practice) অনুসরণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি কার্যকর মানসম্মত দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলন স্রোতে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪) দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর করা।

৫) দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১.৫ গভর্নিং বোর্ড

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৮ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি গভর্নিং বোর্ড আছে:

(ক) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, ভাইস-চেয়ারম্যান
(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীগণ
(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(ঙ) মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব
(ছ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
(জ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
(ঝ) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর একজন প্রতিনিধি
(ঞ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি
(ট) মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন সরকার কর্তৃক মনোনীত এরূপ ১ (এক) জন প্রতিনিধি
(ঠ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনএসডিএ সদস্যসচিব

গভর্নিং বোর্ড, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

১.৬ কার্যনির্বাহী কমিটি

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ১১ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে সভাপতি করে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে:
(ক) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(খ) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
(গ) মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
(ঘ) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র
(চ) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
(ছ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর
(জ) মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
(ঝ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
(ঞ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ)

(ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য একজন যুগ্মসচিব
(ঠ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ হতে নির্বাচিত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি
(ড) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত-এর একজন প্রতিনিধি
(ণ) ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন কর্তৃক মনোনীত-এর একজন প্রতিনিধি
(ত) নির্বাহী চেয়ারম্যান, সদস্যসচিব
কার্যনির্বাহী কমিটি, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

১.৭ কর্তৃপক্ষ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৫ অনুযায়ী নির্বাহী চেয়ারম্যানকে প্রধান করে ৪ (চার) জন সদস্যের সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত।

১.৮ এনএসডিএ-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা
(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator), অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা
(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা
(ঘ) এই আইনের পরিধিভুক্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পেশার পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) প্রদান করা
(ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচী পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা
(চ) প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা
(ছ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা
(জ) শিল্প সংযুক্তিকরণ (Industry Linkage) শক্তিশালী করা
(ঝ)দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীয় বিবেচনায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা
(ঞ) সরকার বা গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করা

১.৯ এনএসডি-এর দক্ষতা প্রশিক্ষণ চক্র

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী, দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

১) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন
২) দক্ষতামান ও কারিকুলাম প্রণয়ন
৩) কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন
৪) সিবিএলএম প্রণয়ন
৫) প্রশিক্ষণ প্রদান
৬) অ্যাসেসমেন্ট
৭) সনদায়ন

১.৯.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন

এনএসডিএ-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৭টি ধাপে সম্পন্ন হয়। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসটিপি) নিবন্ধন এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। এসটিপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রশিক্ষণের যাবতীয় তথ্য এসটিপি রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন অনুযায়ী সঠিক থাকার ভিত্তিতে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় যা কর্তৃপক্ষের সভায় অনুমোদিত হয়। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানে সনদায়িত প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো রেজিস্ট্রেশনের অন্যতম পূর্বশর্ত।

১.৯.২ দক্ষতামান ও কারিকুলাম

প্রশিক্ষণ চক্রের দ্বিতীয় ধাপে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অকুপেশনভিত্তিক কারিকুলাম, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়নের সময় এনএসডিএ-এর সাথে আইএসসি, ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া ও এক্সপার্টগণ অংশগ্রহণ করে।

১.৯.৩ কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন বা পরিচালনার স্বীকৃতি

এনএসডিএ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কোর্স স্বীকৃতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটিকে কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

১.৯.৪ সিবিএলএম প্রণয়ন

প্রণীত কারিকুলামের ওপর ভিত্তি করে কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (সিবিএলএম) প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি অকুপেশনের প্রতি লেভেলের মডিউলভিত্তিক শিখন সমাগ্রী যা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর জন্য সহজবোধ্য সম্পূর্ণ শিখনসামগ্রী।

১.৯.৫ প্রশিক্ষণ প্রদান

এনএসডিএ কর্তৃক কোর্স স্বীকৃতি প্রদানের পর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো এনএসডিএ-এর কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট, কারিকুলাম ও কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড মোতাবেক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম বা কোর্স পরিচালনা শুরু করে।

১.৯.৬ অ্যাসেসমেন্ট

"অ্যাসেসমেন্ট (Assessment)" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত অ্যাসেসর এর মাধ্যমে দক্ষতামান যাচাই প্রক্রিয়া এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি। নির্দিষ্ট মেয়াদে কোর্স পরিচালনার পর অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়। অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করেন এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত ও সনদায়িত অ্যাসেসরগণ যেখানে অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করেন এনএসডিএ-এর এক্সপার্টগণ। এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাগণ অ্যাসেসমেন্ট চলাকালীন পরিবীক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকেন।

১.৯.৭ সনদায়ন

অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের 'কম্পিটেন্ট' এবং 'নট ইয়েট কম্পিটেন্ট' সনদ প্রদান করা হয়। নিবন্ধিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সনদায়ন এনএসডিএ-এর অন্যতম কাজ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সনদায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রাথমিক দায়িত্ব প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের। এ প্রক্রিয়াটি মনিটরিং এবং এ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখা এনএসডিএ-এর দায়িত্ব।

১.১০ এনএসডিএ-এর অংশীজন

১) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা

২) শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি), শিল্প সংগঠন, শিল্প প্রতিষ্ঠান

৩) দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসটিপি)

৪) এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ

৫) যুবসমাজ, চাকরি প্রত্যাশী, বিদেশ গমনে ইচ্ছুক, বিদেশ প্রত্যাগত

১.১১ এনএসডিএ-এর অনুমোদিত জনবল

এনএসডিএ-এর অনুমোদিত মোট জনবল ৮৮ জন যা নিম্নরূপ:

১) নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) : ১ জন
২) সদস্য : ৪ জন
৩) পরিচালক : ৮ জন
৪) উপপরিচালক : ১৫ জন
৫) প্রোগ্রামার : ১ জন
৬) সহকারী প্রোগ্রামার : ১ জন
৭) সহকারী পরিচালক : ২১ জন
৮) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা : ১ জন
৯) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা : ৪ জন
১০) সহকারী লেইব্রেরিয়ান : ১ জন
১১) ষাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ১ জন
১২) ক্যাশিয়ার : ১ জন
১৩) অফিস সহায়ক : ১৭জন

এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে নির্বাহী চেয়ারম্যান

২০২১-২০২২-এ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্পাদিত কার্যাবলি

২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

২.১ জনবল নিয়োগ

গত ২৪ জুন ২০২১ তারিখে চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। জনবল নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গত ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে শূন্য পদসমূহে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদ রয়েছে কি না সে বিষয়সহ এ-ক্ষেত্রে এনএসডিএ-এর করণীয় সম্পর্কে কমিশনের মতামত প্রদানের জন্য গত ১২ আগস্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে এনএসডিএ-এর নিজস্ব জনবল হিসেবে ১৩ পদে ৫৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করা হয়। সামগ্রিক নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জনবল হিসেবে ১৩টি পদে ৪৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

২.২ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, অন্যান্য কৌশলের সাথে সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আইনি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যকরণের লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ এনএসডিএ-এর গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভায় চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১-এর মূল বিষয়বস্তু নিম্নোক্ত ১০টি অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে:

১. ভূমিকা ও স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত;
২. চাহিদাভিত্তিক, নমনীয় এবং সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা;
৩. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষথের গুণমান নিশ্চিতকরণ;
৪. দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রবেশগম্যতা এবং পরিধির উন্নয়ন;
৫. দক্ষতা প্রশিক্ষণে শিল্পের সম্পৃক্ততা;
৬.কার্যকর, নমনীয় ও ফলাফল-কেন্দ্রিক দক্ষতা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৭. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিষয়ে গবেষণা, জরিপ ও পর্যালোচনা;
৮. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সংস্থান;
৯. দূরদর্শী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নীতি; এবং
১০. বাস্তবায়ন কৌশল।

২.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) ২০২২-২৭ অনুমোদন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১; নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮; ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এসডিজি অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২২ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্কিলস ২১ প্রজেক্ট, আইএলও-এর সহযোগিতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৭ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভায় চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে PricewaterhouseCoopers (PWC) Bangladesh Private Limited পরামর্শক হিসেবে কাজ করে। কর্মপরিকল্পনায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১-এর প্রথম ও শেষ অধ্যায় (ভূমিকা ও স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবায়ন কৌশল) ব্যতীত নিম্নোক্ত ৮টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রের (Thematic Areas) ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে:

ক্র. নং	থিমেটিক এরিয়া	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	চাহিদাভিত্তিক, নমনীয় এবং সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (Demand-driven, Flexible and Responsive Training Provision)	বাংলাদেশর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সাপ্লাই-ড্রিভেন এর পরিবর্তে ডিমান্ড-ড্রিভেন করা হয়েছে। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।
২	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের গুণমান নিশ্চিতকরণ (Ensuring Quality of Skills Development Training)	গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ৬ স্তর বিশিষ্ট দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে।
৩	দক্ষতা প্রশিক্ষণে প্রবেশগম্যতা এবং পরিধির উন্নয়ন (Improving Access and Outreach of Skills Training)	নারী, স্বল্পোন্নত এলাকা/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিসহ সকলের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।
৪	দক্ষতা প্রশিক্ষণে শিল্পের সম্পৃক্ততা (Industry Engagement in Skills Training)	দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিকা রাখার জন্য ১৩টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
৫	কার্যকর, নমনীয় ও ফলাফল-কেন্দ্রিক দক্ষতা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (Improving Governance of an Effective, Flexible and Results-focused Skills Development)	কার্যকর ও নমনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রধান সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দক্ষতা সংক্রান্ত প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়। জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল চালু করা।
৬	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিষয়ে গবেষণা, জরিপ ও পর্যালোচনা (Research, Survey and Study on Skills Development Training)	শ্রমবাজারের সাম্প্রতিক পরিবর্তন, দক্ষতার চাহিদা, নতুন ও বিকাশমান প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন।
৭	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সংস্থান (Financing Provisions for Skills Development Training)	নিম্নোক্ত উৎস হতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা হবে: • সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট, • এনএসডিএ-এর ফান্ড এবং • জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল
৮	দূরদর্শী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নীতি (A Forward-looking Skills Development Training Policy)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয় নীতি, ২০২১ বাংলাদেশর দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতি এবং একটি জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ বাড়াবে। ২০৪১ এর সপ্ন বাস্তবায়ন এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) বিবেচনায় রেখে প্রশিক্ষণ নীতি গ্রহণ।

এ কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে পাঁচ বছরে মোট ৮৬ লক্ষের বেশি তরুণকে বিভিন্ন অকুপেশনে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

২.৪ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী নিম্নরূপ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে:

স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য (১-৩ বছর)	মধ্য মেয়াদী লক্ষ্য (৪ - ৫ বছর)	দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য (৫ বছরের উর্ধ্বে)
• দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন; • দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণ কোর্সের অনুমোদন প্রদান; • দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার হিসেবে ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল প্রস্তুত করা; • সেক্টরভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি) গঠন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; • গবেষণার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারভিত্তিক পেশার চাহিদা ও সরবরাহের ঘাটতি নিরুপণ; • দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য অভিন্ন পাঠ্যক্রম ও মূল্যায়ন উপকরণ প্রণয়ন; • দক্ষ প্রশিক্ষক ও অ্যাসেসর তৈরি; • শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান; • নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান নিশ্চিতকরণ; • দক্ষতার মূল্যায়ন ও সনদায়ন।	• ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সকল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা; • দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে জনপ্রিয় করা এবং সাধারণ শিক্ষার ন্যায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা; • দেশের সকল প্রান্তে এবং সকল (বিশেষত নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন) জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা; • দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ইন্ডাস্ট্রির নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণসমূহকে চাহিদাভিত্তিক, যুগোপোযোগী ও মানসম্মত করা; • বিভিন্ন দেশের সাথে দক্ষতার পারস্পরিক স্বীকৃতির (এমআরএ) ব্যবস্থা করা।	• প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি কার্যকর ও টেকসই স্কিলস ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা; • দেশের সকল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে মানসম্পন্ন অভিন্ন পাঠ্যক্রম ও কাঠামোর আওতায় পরিচালিত করা; • এনএসডিএ প্রদত্ত দক্ষতার সনদ দেশে এবং বিদেশে একটি নির্ভরযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা; • দক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং ইন্ডাস্ট্রিসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা; • অনুমোদিত রিজিওনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী দেশের জনশক্তির দক্ষতার মান উন্নয়ন করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, গত ৩১ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অনুমোদিত হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার কাজ চলমান রয়েছে।

২.৫ বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপন

যুব সম্প্রদায়ের জন্য অধিকতর আর্থসামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা অর্জন ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রতিবছর জুলাই মাসের ১৫ তারিখ World Skills Day পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যুবদের জন্য উন্নততর আর্থসামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রতিযোগিতামূলক ও চ্যালেঞ্জিং শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন ও স্বীকৃতির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন কর্তৃক দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। করোনা মাহমারীর কারণে ২০২১ সালের বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস জুম অনলাইন প্লাটফরমে পালিত হয়।

এবারে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এনএসডিএ কর্তৃক র‍্যালি, দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে মোবাইলে ম্যাসেজ প্রদান, ব্যানার ও ফ্যাস্টুন দিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সজ্জিতকরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে খবর প্রকাশ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রেস রিলিজ প্রদান, ব্রশিওর তৈরিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির গ্রহণ করা হয়।

২.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এর আওতাধীন সংস্থা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথযাথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১-এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২.৬ টেলিভিশন কমার্সিাল/ডকুমেন্টারি নির্মাণ ও প্রচার

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা সোস্যাল স্টিগমা বিরাজমান। দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট পেশায় চাকরি পাওয়া সহজ হয় এবং বেকারত্ব থেকে মুক্তির পাশাপাশি জীবনমানের পরিবর্তন সম্ভব হয়। সাধারণ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন স্বীকৃতি পাওয়া যায়; তেমনিভাবে দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত হয়ে মর্যাদা লাভ করা যায়। এ কারণে, দক্ষতার সামাজিক স্বীকৃতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রচারণার সকল মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, প্রণোদনা প্রদান ও শ্রমের উৎকর্ষের স্বীকৃতি প্রদানের সকল উপায় ও সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতার সামাজিক স্বীকৃতি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সামাজিক নেতিবাচকতা দূর করে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে সাধারণ মানুষের ভিতর জনপ্রিয় করে তোলার বিষয়ে এনএসডিএ কাজ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে একটিসহ এ-সংক্রান্ত দুইটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল (টিভিসি) নির্মাণ করা হয়েছে যা বিটিভি, বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অনলাইন প্লাটফর্মে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া, গত অর্থবছরে এনএসডিএ-এর পরিচিতি, কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে দুইটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হয়েছে। এ জাতীয় আরও কয়েকটি টিভিসি/ডকুমেন্টারি নির্মাণসহ সাধারণ মানুষকে দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে অবহিতকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্মিত ও প্রচারিত টেলিভিশন কমার্সিয়াল

৩.০ পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

৩.১ শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনএসডিএ-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদার সমন্বয় সাধন, শ্রমবাজারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা, শ্রমবাজারের চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান, শিল্পে সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশ নিয়োগে সহযোগিতা করা, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও প্রত্যায়িত অ্যাসেসর দ্বারা এ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রমে সহায়তা উদ্দেশ্যে আইএসসি গঠন করা হয়। এসব লক্ষ্য সামনে রেখে এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ১৩টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন (আইএসসি) করা হয়েছে:

১) কনস্ট্রাকশন আইএসসি
২) লেদার আইএসসি
৩) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসি
৪) আইসিটি আইএসসি
৫) ফার্মাসিটিক্যাল আইএসসি
৬) আরএমজি এন্ড টেক্সটাইল আইএসসি
৭) সিরামিক আইএসসি
৮) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আইএসসি
৯) এগ্রোফুড আইএসসি
১০) ফার্নিচার আইএসসি
১১) ইনফর্মাল সেক্টর আইএসসি
১২) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আইএসসি
১৩) জুট সেক্টর আইএসসি।

৩.২ শিল্প দক্ষতা পরিষদের কার্যাবলি

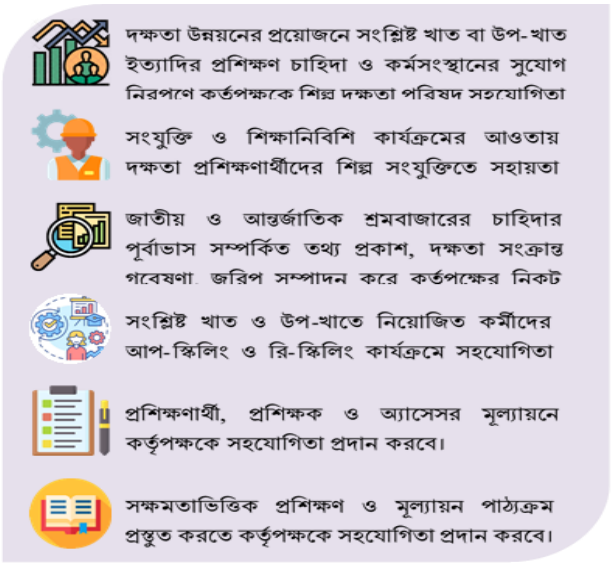

এছাড়া, এগ্রিকালচার আইএসসি, ট্রান্সপোর্ট সেক্টর আইএসসি এবং প্লাস্টিক সেক্টর আইএসসি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। শিল্প দক্ষতা পরিষদ পরিচালনা গাইডলাইন, ২০২২, অ্যাপ্রেন্টিসশীপ গাইডলাইন, ২০২২ এবং স্কিলস সেন্টার অব এক্সসিলেন্স স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইএসসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসি-এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে মত বিনিময় সভা

৩.৩ দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম

এ উইং-এর দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম অধিশাখা নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে:

১. ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সেবা খাতের আইএসসির সাথে আলোচনাক্রমে শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতামান নির্ধারণের জন্য অগ্রাধিকারমূলক পেশা চিহ্নিতকরণ;

২. আইএসসি ও শিল্পের প্রয়োজন এবং বৈদেশিক জনশক্তির চাহিদা অনুযায়ী লেভেলভিত্তিক বিভিন্ন অকুপেশনের দক্ষতামান, পাঠ্যক্রম, কোর্স স্বীকৃতির ডকুমেন্ট (ক্যাড), কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (সিবিএলএম) ইত্যাদি প্রণয়ন;
৩. অংশীজনদের নিয়ে কনসালটেশন কর্মশালায় প্রণীত দক্ষতামান ভ্যালিডেশনের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণ;
৪. চূড়ান্ত দক্ষতামানের অনুমোদন গ্রহণ ও জারি;
৫. স্থানীয় ও বৈদেশিক জনশক্তির চাহিদার আলোকে নুতন দক্ষতামান তৈরি;
৬. পাঠ্যক্রম প্রণয়নে আইএসসি এবং অংশীজনদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ;
৭. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের মান অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের রূপরেখা তৈরি ও অনুমোদন গ্রহণ;
৮. প্রণীত চূড়ান্ত ডকুমেন্টসমূহ কর্তৃপক্ষের ওয়বসাইটে আপলোড এবং ডক্যুমেন্টেশন সেলে প্রেরণ;
গত ২০২১-২২ অর্থবছরে দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম অধিশাখা হতে নিম্নোক্ত সিএস ক্যাড, কারিকুলাম ও সিবিএলএমগুলো প্রণয়ন করা হয় এবং অনুমোদন গ্রহণ করা হয়:

বিষয়	সংখ্যা
পেশাগত দক্ষতামান	৬২
কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট	৬২
পাঠ্যক্রম	১২
সিবিএলএম	১০

৩.৪ কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন, ভেলিডেশন ও অনুমোদন

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন ও সিবিএলএম প্রণয়ন করা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ। দক্ষতা প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে পেশার আদর্শমান অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষকের মান উন্নয়ন, অ্যাসেসরের মান উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ল্যাব বা ওয়ার্কশপের আদর্শমান নির্ধারণ, ল্যাব ও ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মান উন্নয়নে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন করা হয়।

শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী অকুপেশন নির্ধারণ করে প্রাথমিকভাবে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত সিএস চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অকুপেশনের বিশেষজ্ঞ, শিল্পের প্রতিনিধি, একাডেমিয়া হতে প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কর্মশালার মাধ্যমে তা প্রণয়ন করা হয়। চূড়ান্তভাবে প্রণয়নকৃত সিএস ও সিএডি ভেলিডেশনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইএসসি-এর চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ভেলিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভেলিডেশন কর্মশালা সংশ্লিষ্ট অকুপেশনের বিশেষজ্ঞ, শিল্পের প্রতিনিধি, একাডেমিয়া এবং আইএসসি-এর প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে সিএস এবং সিএডি ভেলিডেট ও অনুমোদন করা হয়।

ভেলিডেশন কর্মশালায় ভেলিডেশনকৃত সিএস, সিএডি, পাঠ্যক্রম (সিবিসি), লার্নিং মেটেরিয়ালস (সিবিএলএম) কর্তৃপক্ষের সভার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। কর্তৃপক্ষের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদিত সিএস/সিএডি মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়।

সিএস ভ্যালিডেশন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত ৬২টি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট ভ্যালিডেট করা হয়:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ভ্যালিডেটকৃত ৬২টি কম্পিটেন্সি স্টান্ডার্ড ও সিএডি-এর তালিকা

ক্র. নং	অকুপেশন	লেভেল	সেক্টর	মন্তব্য
১.	ফিনিশিং এন্ড প্যাকেজিং অপারেশন (Finishing and Packaging Operation)	২	আরএমজি এন্ড টেক্সটাইল সেক্টর (RMG & Textile Sector)	অনুমোদিত
২.	ফিনিশিং এন্ড প্যাকেজিং অপারেশন (Finishing and Packaging Operation)	৩		
৩.	গার্মেন্টস ওয়াশিং টেকনোলজি (Garments Washing Technology)	৩		
৪.	কোয়ালিটি কন্ট্রোল ফর উইভিং (Quality Control for Weaving)	৪		
৫.	সার্কুলার নিটিং মেশিন অপারেশন (Circular Knitting Machine Operation)	২		
৬.	সিউয়িং মেশিন অপারেশন (লনজারি (Sewing Machine Operation (lingerie)	২		
৭.	স্পিনিং মেশিন অপারেশন (প্রিপারেটরি প্রসেস) (Spinning Machine Operation (Preparatory Process)	২		
৮.	কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স (Consumer Electronics)	১	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর (Light Engineering Sector)	অনুমোদিত
৯.	কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স (Consumer Electronics)	২		
১০.	মেশিন শপ পর্য্যাকটিস (Machine Shop Practice)	৩		
১১.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (Mobile Phone Servicing)	১		
১২.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (Mobile Phone Servicing)	২		
১৩.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (Mobile Phone Servicing)	৩		
১৪.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (Mobile Phone Servicing)	৪		
১৫.	অটোমোটিভ মেকানিক্স (Automotive Mechanics)	১		
১৬.	অটোমোটিভ মেকানিক্স (Automotive Mechanics)	২		
১৭.	অটোমোটিভ মেকানিক্স (Automotive Mechanics)	৩		
১৮.	অটোমোটিভ মেকানিক্স (Automotive Mechanics)	৪		
১৯.	অটোমোটিভ মেকানিক্স (Automotive Mechanics)	৫		
২০.	প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার (পিএলসি (Programmable Logic Controller (PLC)	৪		
২১.	সিএনসি মেশিনিং সেন্টার অপারেশন উইথ ক্যাড (সিএডি) এন্ড ক্যাম (সিএএম) (CNC Machining Center Operation with CAD & CAM)	৪		

ক্র. নং	অকুপেশন	লেভেল	সেক্টর	মন্তব্য
২২.	মেকাট্রনিক্স (Mechatronics)	৪		
২৩.	কমার্শিয়াল কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Commercial Content Writing for Freelancing)	৩	আইসিটি সেক্টর (ICT Sector)	অনুমোদিত
২৪.	কমার্শিয়াল কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Commercial Content Writing for Freelancing)	৪		
২৫.	কমার্শিয়াল কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Commercial Content Writing for Freelancing)	৫		
২৬.	জার্নালিস্টিক কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Journalistic Content Writing for Freelancing)	৪		
২৭.	একাডেমিক কন্টেন্ট রাইটিং (Academic Content Writing)	৪		
২৮.	একাডেমিক কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Academic Content Writing for Freelancing)	৫		
২৯.	ক্রিয়েটিভ এন্ড বিজনেস কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Creative & Business Content Writing for freelancing)	৩		
৩০.	ক্রিয়েটিভ এন্ড বিজনেস কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Creative & Business Content Writing for Freelancing)	৪		
৩১.	ক্রিয়েটিভ এন্ড বিজনেস কন্টেন্ট রাইটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Creative & Business Content Writing for Freelancing)	৫		
৩২.	একাউন্টিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Accounting for Freelancing)	৪		
৩৩.	একাউন্টিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (Accounting for Freelancing)	৫		
৩৪.	২ডি এ্যানিমেশন এ্যাসেট ক্রিয়েটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (2D Animation Asset Creating for Freelancing)	২		
৩৫.	ক্ল্যাসিকাল ২ডি এ্যানিমেশন ফর ফ্রিল্যান্সিং (Classical 2D Animation for Freelancing)	৩		
৩৬.	২ডি এ্যানিমেশন ফর ফ্রিল্যান্সিং (2D Animation for Freelancing)	৪		
৩৭.	৩ডি এ্যানিমেশন এ্যাসেট ক্রিয়েটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (3D Animation Asset Creating for Freelancing)	২		
৩৮.	৩ডি এ্যানিমেশন ক্যারেক্টারস মডলিং ফর ফ্রিল্যান্সিং (3D Animation Characters Modelling for Freelancing)	৩		
৩৯.	৩ডি এ্যানিমেশন প্রোডাক্ট ভিজুয়ালাইজেশন ফর ফ্রিল্যান্সিং (3D Animation Product Visualization for Freelancing)	৩		
৪০.	৩ডি ক্যারেক্টারস এ্যানিমেশন ফর ফ্রিল্যান্সিং (3D Characters Animation for Freelancing)	৪		
৪১.	আইটি সাপোর্ট সার্ভিস (IT Support Service)	৩		
৪২.	আইটি সাপোর্ট সার্ভিস (IT Support Service)	৪		
৪৩.	আইটি সাপোর্ট সার্ভিস (IT Support Service)	৫		
৪৪.	আইটি সাপোর্ট সার্ভিস (IT Support Service)	৬		
৪৫.	ডেটা সায়েন্স- এ্যানালিটিক্স এন্ড বিগ ডেটা (Data Science-Analytics and Big Data)	৪		
৪৬.	কম্পিউটার অপারেশন (Computer Operation)	৩		
৪৭.	পাইপ ফিটিংস (Pipe Fittings)	২	কন্সট্রাকশন সেক্টর (Construction Sector)	অনুমোদিত
৪৮.	কন্সট্রাকশন ফ্রেমওয়ার্ক (Construction Formwork)	২		
৪৯.	জেনারেল কেয়ারগিভিং (General Caregiving)	২	ইনফরমাল সেক্টর	অনুমোদিত

ক্র. নং	অকুপেশন	লেভেল	সেক্টর	মন্তব্য
৫০.	কেয়ারগিভিং ফর এল্ডারলি পার্সনস (Care Giving for Elderly Persons)	৩	(Informal Sector)	
৫১.	কেয়ারগিভিং ফর ইনফ্যান্ট, টডলার এন্ড চিলড্রেন (Care Giving for Infant, Toddler and Children)	৩		
৫২.	কেয়ারগিভিং ফর পার্সনস উইথ স্পেশাল নিডস (Care Giving for Persons with Special Needs)	৩		
৫৩.	মেকআপ আর্ট (Makeup Art)	২		
৫৪.	মেকআপ আর্ট (Makeup Art)	৩		
৫৫.	মেকআপ আর্ট (Makeup Art)	৪		
৫৬.	স্কিন কেয়ার (Skin Care)	২		
৫৭.	স্কিন কেয়ার (Skin Care)	৩		
৫৮.	স্কিন কেয়ার (Skin Care)	৪		
৫৯.	হাউজকিপিং (Housekeeping)	২	ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর (Tourism & Hospitality Sector)	অনুমোদিত
৬০.	হাউজকিপিং (Housekeeping)	৩		
৬১.	হাউজকিপিং (Housekeeping)	৪		
৬২.	ট্যুর গাইডিং (Tour Guiding)	২		

৩.৫ কারিকুলাম প্রণয়ন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬-এ কারিকুলাম প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator), অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং এসবের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এনএসডিএ-এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কারিকুলাম প্রণয়নের ফলে প্রতিটি ইউনিটের আউটকাম কী তা জানা যায়। তাছাড়া, কারিকুলাম থেকে CBLM প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দেশনা পাওয়া যায়। তবে কারিকুলাম ছাড়াও শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা সম্ভব। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নে উল্লেখিত ১২টি কারিকুলাম প্রণিত হয়:

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রণয়নকৃত ১২টি কারিকুলাম

ক্রমিক	পেশা (Occupation)	লেভেল	সেক্টর	মন্তব্য
১.	কেয়ারগিভিং (Caregiving)	২	ইনফরমাল সেক্টর (Informal Sector)	অনুমোদিত
২.	কেয়ারগিভিং ফর এল্ডারলি পার্সনস (Caregiving for Elderly Persons)	৩		
৩.	কেয়ারগিভিং ফর ইনফ্যান্ট, টডলার এন্ড চিলড্রেন (Caregiving for Infant, Toddler and Children)	৩		
৪.	কেয়ারগিভিং ফর পার্সনস উইথ স্পেশাল নিডস (Caregiving for Persons with Special Needs)	৩		
৫.	মোটর ড্রাইভিং (Motor Driving)	৩	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর	অনুমোদিত
৬.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (Mobile Phone Servicing)	১		

ক্রমিক	পেশা (Occupation)	লেভেল	সেক্টর	মন্তব্য
৭.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (Mobile Phone Servicing)	২	(Light Engineering)	
৮.	ইলেক্ট্রিকাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স ফর কন্সট্রাকশন (Electrical Installation and Maintenance for Construction)	২		
৯.	ওয়েলডিং (Welding)	১		
১০.	ওয়েলডিং (Welding)	২		
১১.	মেশিন শপ প্র্যাকটিস (Machine Shop Practice)	৩		
১২.	কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স (Consume Electronics)	১		

৩.৬ সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম (সিবিএলএম) প্রণয়ন

প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মপরিবেশে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে নির্ধারিত কাজটি নির্ধারিত সময়ে সমপন্ন করে শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ এবং নিয়োগকারী কতৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নে কার্য, প্রযুক্তির স্তর, কর্ম পরিবেশ এবং কর্মীর সামর্থ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রণীত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমই একজন কর্মীর সত্যিকারের সক্ষমতা বা পারদর্শিতা প্রমাণের প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপ্রাপ্ত স্নাতকধারীগণ শিল্পের চাহিদা পূরণে অনেকাংশে সক্ষম হচ্ছে না। অন্যদিকে অনেকে স্নাতক সমপন্ন করেও চাকরি না পেয়ে বেকার জীবনযাপন করছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের প্রতিটি স্তরে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পেশার কার্য পর্যালোচনা করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার নিরিখে অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট অকুপেশনে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ডটি চূড়ান্ত করা হয়। অনুরূপভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে) প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কারিকুলাম ও Competency Based Learning Materials (CBLM) তৈরি করা হয়। এটি প্রশিক্ষণার্থীদের সহজেই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এনএসডিএ ২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নে উল্লেখিত ১০টি সিবিএলএম প্রণয়ন করেছে:

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রণয়নকৃত ১০ টি সিবিএলএম

ক্রমিক	মডিউলের নাম	লেভেল	সেক্টর	মন্তব্য
১.	এপ্লাই অকুপেশনাল সেফটি এন্ড হেলথ (ওএসএইচ) ইন সিবিটি এন্ড এনভায়রনমেন্ট (Apply Occupational Safety and Health (OSH) in CBT&A environment)	৪	সিবিটিএন্ডএ মেথোডোলজি (CBT&A Methodology)	অনুমোদিত
২.	ডিজাইন এন্ড ডেভেলপ কম্পিটেন্সি বেজড এ্যাসেসমেন্ট (Design and Develop Competency-Based Assessment)	৪		
৩.	ওয়ার্ক এফেক্টিভলি উইদিন TVET সেক্টর (Work Effectively within TVET Sector)	৪		
৪.	এপ্লাই আইসিটি টু ফ্যাসিলিটেট ট্রেনিং এন্ড এ্যাসেসমেন্ট (Apply ICT to Facilitate Training and Assessment)	৪		
৫.	মেইনটেইন ট্রেনিং ইকুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস	৪		

ক্রমিক	মডিউলের নাম	লেভেল	সেক্টর	মন্তব্য
	(Maintain Training Equipment and Facilities)			
৬.	অর্গানাইজ এন্ড কনডাক্ট কম্পিটেন্সি বেজড এ্যাসেসমেন্ট (Organize and Conduct Competency-Based Assessment)	৪		
৭.	ডিজাইন এন্ড মডিফাই কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস (Design and Modify Competency-Based Learning Materials)	৪		
৮.	অর্গানাইজ কম্পিটেন্সি বেজড ট্রেনিং সেশনস (Organize Competency-Based Training Sessions)	৪		
৯.	পর্য্যাকটিস ইনক্লুসিভিটি ইন সিবিটিএন্ডএ এনভায়রনমেন্ট (Practice Inclusivity in CBT&A Environment)	৪		
১০.	এপ্লাই রিয়েল লিটারেসি (ডমেস্টিক ওয়ার্ক) (Apply Real Literacy (Domestic Work)	১	ইনফরমাল সেক্টর (Informal Sector)	অনুমোদিত

৩.৭ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর সাথে বাণিজ্যিক নৌ পরিবহণ খাতে ব্যবহৃত COC সনদ সমন্বয়সাধন

পটভূমি:

জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর সাথে বাণিজ্যিক নৌপরিবহন খাতে ব্যবহৃত Certificate of Competency (COC) সনদ সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে গত ০৮/১২/২০২১ তারিখে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এনএসডিএ) অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান), এনএসডিএ-এর সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এবং নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন দেশের নজির এবং Stadards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW) কনভেনশন অনুসরণ করে বাংলাদেশে ভিন্ন ভিন্ন পথে কি প্রক্রিয়ায় COC সনদ প্রদান করা হয় তা পরীক্ষা করা, এ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচিত হয়। সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো বা Bangladesh National Qualification Framework (BNQF) এর সাথে International Maritime Organization প্রণীত STCW Code নির্ধারিত Standard-এর ভিত্তিতে প্রদত্ত বিভিন্ন পর্যায়ের COC সনদের সমন্বয় সাধনের বিষয়ে সুপারিশসহ কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়।

৩.৭.১ এনএসডিএ-তে গঠিত কারিগরি কমিটির কার্যক্রম

১) গত ২৪/০১/২০২২ তারিখে এনএসডিএ-এর কার্যনির্বাহী কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিবিধ আলোচনায় অংশ নিয়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর মহাপরিচালক বিএমইটি-এর আওতাধীন ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি থেকে পাশ করা প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীদের সিডিসি না পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং সিডিসি না পেলে এই প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীরা জাহাজে চাকরি করতে পারবেন না বিধায় এ বিষয়ে ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ জানান। এই প্রেক্ষাপটে উক্ত সভার আলোচ্যসূচি ৭(২) এ সিদ্ধান্ত হয় :'জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর

আওতাধীন ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি থেকে পাশ করা প্রশিক্ষণার্থী/শিক্ষার্থীকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক CDC প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে'। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব এনএসডিএকে প্রদান করা হয়।

২) এনএসডিএ-এর কার্যনির্বাহী কমিটির ৮ম সভার আলোচ্যসূচি-৭ এর সিদ্ধান্ত নং ২ প্রতিপালনের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে এবং কমিটির কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে ২২/০২/২০২২ তারিখে কমিটি পুনর্গঠন করা হয় ।

৩) পুনর্গঠিত কারিগরি কমিটি তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে গত ০৯/০৬/২০২২ তারিখে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৮ নিবন্ধন ও সনদায়ন উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

এনএসডিএ-এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এনএসডিএ-এর আওতায় নিবন্ধন প্রদান করা। নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কোর্স অনুমোদন সাপেক্ষে সনদায়িত প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে একটি নির্ধারিত দিনে সনদায়িত অ্যাসেসরের মাধ্যমে এনএসডিএ প্রণীত টুলস দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা ও অ্যাটিচুড মূল্যায়ন করা হয়। একটি অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড-এর সবগুলো ইউনিটে সক্ষম অ্যাসেসিকে কম্পিটেন্ট বা সক্ষমতার সনদ প্রদান করা হয়। সবগুলো ইউনিটে সক্ষম না হলে প্রশিক্ষণার্থী যেসব ইউনিটে সক্ষমতা অর্জন করেছেন তাকে 'স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্ট' সনদ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অকৃতকার্য ইউনিটগুলোতে অংশ নিয়ে সক্ষমতার সনদ গ্রহণের সুযোগ আছে।

সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের আওতায় তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে প্রায়োগিক দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও কার্য সম্পাদনকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ঐ কাজের জন্য শিল্পের পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণই প্রকৃত অর্থে কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ। এ লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চলমান আছে।

৩.৮.১ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয়সাধন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ মান উন্নয়ন, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ১৬(১) ধারা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও জাতীয় পর্যায়ে সনদ প্রদানে আগ্রহী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে (এসটিপি) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে। এই লক্ষ্যে সারাদেশে বিস্তৃত বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এনএসডিএ-এর আওতায় নিবন্ধিত করার নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এনএসডিএ বরাবর আবেদন দাখিল করে। আবেদনকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের সাথে যুক্ত তথ্যাবলি সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন টিম গঠন করে অফিস আদেশ জারি করা হয়। পরিদর্শন টিম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক তথ্য যাচাইবাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করে। পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যায়ক্রমে কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ১৪৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

৩.৮.২ নিবন্ধিত ১৪৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা

২০২১-২২ অর্থবছরে নিম্নলিখিত দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত করা হয়:

(১) সুজন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডি.সি. রোড, গোপালগঞ্জ।

(২) গোপালগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

(৩) গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়, মৌলভীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
(৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, বঙ্গবন্ধু রোড, গোপালগঞ্জ।
(৫) গোপালগঞ্জ মডেল পলিটেকনিক ইন্সটিউট, ইসলামপাড়া, গোপালগঞ্জ।
(৬) ড্যাফোডিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ১৬৫, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।
(৭) স্কীল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, চাঁনপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা।
(৮) ম্যাসলো বাংলাদেশ লিমিটেড, বাড়ি-৪২, রোড-১৩৫, গুলশান-১, ঢাকা।
(৯) মেঘনা পাড়ের কারিগর, বিবিরকান্দি, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।
(১০) বানি'স একাডেমি, ১১৮, বশিরউদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা।
(১১) ইউসেপ হাজী সিকান্দার আলী স্কুল, ৬০৯ সেকান্দারবাগ, বাড্ডা, ঢাকা।
(১২) ক্যাথারসিস ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টর, প্লট ০২১৮৫/এ, মাদানী এভিনিউ, ব্লক#আই (এক্সটেনশন), বসুন্ধরা, ভাটারা, ঢাকা।
(১৩) শহীদ এস এ মেমোরিয়াল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বাড়ি-২০, রোড-১৩, সেকশন-১০, উত্তরা পশ্চিম, ঢাকা।
(১৪) ফুড ক্যাডেটস লিপি'স ইউফরিয়া, বাসা-১১২, রোড-৮/এ (নতুন), ১৫ (পুরাতন), হাজারীবাগ, ঢাকা।
(১৫) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাউন কালিকাপুর, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখলী।
(১৬) ইনফ্রা পলিটেক ইন্সটিটিউট, ২৯ নং ওয়ার্ড, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(১৭) এম.আলী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বাওয়ালিয়া, আউয়ার, বানারীপাড়া, বরিশাল।
(১৮) বরিশাল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিএন্ড বি রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(১৯) সাহারা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, হোল্ডিং নং-১৯১৮, জাগ্রয়া, ২৬ নং ওয়ার্ড, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(২০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, কালীবাড়ী রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(২১) সাতক্ষীরা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিনেরপাতা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
(২২) নবজীবন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ পলাশপোল, সাতক্ষীরা।
(২৩) প্রফেসর ডাঃ রুহুল হক পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এন্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, নলতা শরীফ, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
(২৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুনজিতপুর, সাতক্ষীরা।
(২৫) বাংলাদেশ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, বাড়ি নং-২বি, রোড নং-১২, মিরপুর রোড, ঢাকা।
(২৬) এলসিবিএস ঢাকা লিঃ, বাড়ী#১২০, রাস্তা#৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
(২৭) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চৌড়হাস, বিসিক, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।
(২৮) ওয়েভ ট্রেড ট্রেনিং সেন্টার, দুধপাতিলা, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।
(২৯) কম্প্যাক্ট ইনস্টিটিউট অব স্কিলস ডেবেলপমেন্ট (কম্প্যাক্ট আইএসডি), সরোজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
(৩০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, কলেজ রোড, চুয়াডাঙ্গা।
(৩১) ঝালকাঠি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিকনা, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।
(৩২) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ১৩৯, চৌধুরী ম্যানশন বিশ্বরোড, সদর, ঝালকাঠি।
(৩৩) সাইবারলিংক আইসটি ভিলেজ, জান-ই-সাবা হাউজিং, জামিলনগড়, বগুড়া সদর, বগুড়া।
(৩৪) হেমায়েতুন্নেছা টেকনিক্যাল স্কীলস ইনষ্টিটিউট (এইচটিএসআই), পারতিপরল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
(৩৫) টিএমএসএস ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এ্যান্ড আইসিটি (টিআইএসআই), সুজাবাদ (দহপাড়া), শাজাহানপুর, বগুড়া।
(৩৬) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, মালতিনগর, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া।
(৩৭) টিএমএসএস টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট (টিটিইআই), ঠেঙ্গামারা, বগুড়া সদর, বগুড়া।
(৩৮) টিএসএসএস মেরিন একাডেমী (টিএমএ), ঠেঙ্গামারা, বগুড়া সদর, বগুড়া।
(৩৯) টিএমএসএস পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, (টিপিআই), পারুলিয়া (গণকবাড়ী), জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।
(৪০) বাংলাদেশ কম্পিউটার এন্ড টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই), ৮০/১ খানজাহানআলী রোড টুটপাড়া কবর, খুলনা সদর, খুলনা।

(৪১) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।
(৪২) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-২, ৩/২ রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা সদর, খুলনা।
(৪৩) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-৩, খালিশপুর, খুলনা।
(৪৪) আহসানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, বি-৯১, রোড: ই-২, ইস্টার্ন হাউজিং, পল্লবী, ঢাকা।
(৪৫) পিএমকে টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (পিটিটিআই), জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা।
(৪৬) বামন্দী কারিগরি ট্রেনিং সেন্টার, বামন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।
(৪৭) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, মল্লিকপাড়া, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর।
(৪৮) ঠাকুরগাঁও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোয়ালপাড়া, পঞ্চগড় রোড, ঠাকুরগাঁও সদর থানা, ঠাকুরগাঁও।
(৪৯) মিনাল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ একাডেমী, সরকারপাড়া, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
(৫০) টুল এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট (টিটিআই), বিটাক, ঢাকা পলিটেকনিক সাব পোষ্ট অফিস, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, ঢাকা।
(৫১) একাডেমি অব বিজনেস্স প্রফেশনাল, ৪৪, এফ/৭ রঙ্গান টাওয়ার, পান্থপথ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
(৫২) ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্টাস্ট্রিজ, সরকারখানা, পলাশ, নরসিংদী
(৫৩) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, পূর্ব ভেলানগর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
(৫৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শহর সমাজসেবা কার্যালয়, কার্জনকুটির, কাপ্তান বাজার, আর্দশ সদর/কোতয়ালী, কুমিল্লা।
(৫৫) রংধনু একাডেমি, বাড়ি-০৯, লেন-১৮, ব্লক-বি, মিরপুর-১০, ঢাকা।
(৫৬) এস.টি ইনসটিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, ছয়না, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ।
(৫৭) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, আখড়াবাজার, কিশোরগঞ্জ।
(৫৮) ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট, বাড়ি#৭, রোড#৪, নিউমার্কেট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
(৫৯) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি।
(৬০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, রাঙ্গামাটি-১। তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
(৬১) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কর্যালয়, ৫১০৭৭, ১১/১ আজমেরী, ভবন, কলেজ রোড, নারায়ণগঞ্জ।
(৬২) সামাইরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট, ২৮/বি, ২৯/এ, বি, কাকরাইল, ঢাকা।
(৬৩) স্কীল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (এসডিআই), ৬৯২/বি, বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭।
(৬৪) কেয়ারগিভারস ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ, কেয়ারগিভারস ভবন, নবীনগর প্রজেক্ট, রোড -০৮, মোহাম্মদী হাউজিং লিঃ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
(৬৫) চৌধুরী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বাকপুরা, ভাংগা, ফরিদপুর।
(৬৬) ইউসেপ বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুল, কাশিপুর, বিমানবন্দর, বরিশাল।
(৬৭) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ৮ মাহতাব উদ্দিন সড়ক, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া।
(৬৮) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, আইত্তা, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।
(৬৯) শরীয়তপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাকসাহার, রুদ্রকর, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর।
(৭০) মতিন স্পিনিং মিলস লিমেটেড, সারদাগঞ্জ, কাশিমপুর, গাজীপুর।
(৭১) কেয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অব স্যার উইলিয়াম বেভারিজ ফাউন্ডেশন, শহবাগ, রমনা, ঢাকা।
(৭২) ফরিদপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রাক্ষণকান্দা, রতন ব্যানার্জী সড়ক, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
(৭৩) এনডিসি ইনফরমেশন টেকনোলজী এন্ড বেসিক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।
(৭৪) আহছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ভেকুটিয়া, যশোর সদর, যশোর।
(৭৫) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর।
(৭৬) মোকাররম-হুরুন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, শোলপুর, রাজৈর, মাদারীপুর।
(৭৭) মাদারীপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমারটেক, চরমুগরিয়া, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর।

(৭৮) টিএমএসএস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (টিআইটি), পাঁচখোলা, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর।

(৭৯) ফিফোটেক, ৪৯ কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

(৮০) ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো), বাড়ি-৩/১, রোড-১১, রুপনগর আবাসিক এলাকা মিরপুর, মিরপুর-১২১৬, ঢাকা।

(৮১) ভোলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলা বাজার ভোলা, ভোলা সদর, ভোলা।

(৮২) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, স্টেডিয়াম রোড, ভোলা সদর, ভোলা।

(৮৩) এশিয়া স্কিলস্ ইন্সটিটিশন লিঃ, হারিন্দা ডেমড়া কালিগঞ্জ, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

(৮৪) বিজিএস-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (বিজিএস-ভিটিসি), পাইন্যাশিয়াল, জালিয়াপালং, উখিয়া, কক্সবাজার।

(৮৫) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, শহীদ সরণী, কক্সবাজার, পৌরসভা, কক্সবাজার।

(৮৬) স্কাস টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (এসটিটিসি), কলাতলী, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

(৮৭) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, চাঁদপুর স্টেডিয়াম রোড, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

(৮৮) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট।

(৮৯) সোনারগাঁও ফাউন্ডেশন (এস এফ), কাঁচপুর নারায়নগঞ্জ, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ।

(৯০) আই, ডি, এ-ট্রেনিং সেন্টার, স্টেশন রোড, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

(৯১) কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

(৯২) কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৮৬ সিরাজউদ্দৌলা রোড, খানপুর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।

(৯৩) পারসোনা একাডেমী বিউটি এন্ড লাইফষ্টাইল, প্লট নং-০১, পল্লবী, ঢাকা।

(৯৪) যশোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাজির শংকরপুর, যশোর সদর, যশোর।

(৯৫) হাজীগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অব এডুকেশন, হাজীগঞ্জ পৌর বাস টার্মিনাল, হাজীগঞ্জ, চাদঁপুর।

(৯৬) বাংলাদেশ স্কীল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট, ওয়ার্ড-১৪, বাবুরহাট, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

(৯৭) আরগো ভেঞ্চারস (প্রাঃ) লিঃ, প্লট নং-৩২০, রোড নং-২১, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ক্যান্টনমেন্ট, কাফরুল, ঢাকা।

(৯৮) শ্যামলী আইডিয়াল টেকনিক্যাল কলেজ-ঢাকা, মোহাম্মদপুর-মিরপুর, ঢাকা।

(৯৯) চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।

(১০০) এ্যাডামস্ ইন্টিগ্রেটেড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, দৌলতপুর, খুলনা।

(১০১) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ডি. সি রোড, পাবনা।

(১০২) এমএসবি ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী, হাকিম প্লাজা, পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

(১০৩) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১, রাজ্জাক কমপ্লেজ ৩য় তলা, চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, ঝিনাইদহ।

(১০৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, পারলা বাস স্ট্যান্ড, নেত্রকোনা।

(১০৫) এনডিসি নার্সিং কলেজ এন্ড কেয়ারগিভিং ইন্সটিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

(১০৬) ইউনাইটেড কলেজ অব নার্সিং, মাদানী এভিনিউ, ভাটারা, ঢাকা-১২১২।

(১০৭) গ্লোবাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী, বসুন্ধরা মেইন রোড, গুলশান, ভাটারা, ঢাকা।

(১০৮) সৈয়দ ফজলুল হক স্কিলস ডেভেলপমেন্ট স্কুল, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

(১০৯) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১৬৪, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।

(১১০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ১৭৪, আর, কে, মিশন রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।

(১১১) টিএমএসএস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, বেনাপোল, যশোর।

(১১২) সীমান্ত উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সোনাড়িয়া, কালারোয়া, সাতক্ষীরা।

(১১৩) এম এম টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ডেফুলিবাড়ী, জামালপুর সদর, জামালপুর।

(১১৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, মাধবপুর, শেরপুর সদর, শেরপুর।
(১১৫) ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, চিতলি, বৈটপুর, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
(১১৬) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, আলিয়া মাদ্রাসা রোড, বাগেরহাট, বাগেরহাট।
(১১৭) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দূর্গাপুর, ডমুরতলা, নড়াইল সদর, নড়াইল।
(১১৮) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ভাওখালী, মাগুড়া সড়ক, নড়াইল সদর, নড়াইল।
(১১৯) রহমাতুননেছা শিক্ষা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, পাতুরিয়া, কালুখালী, রাজবাড়ী।
(১২০) প্রাইম টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (পিটিটিআই), দক্ষিণ ধানঘড়া, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।
(১২১) লিংটেক আইটি, বাসা-০৭, রোড-১৮, নিকুঞ্জু-০২, খিলক্ষেত, ঢাকা।
(১২২) এশিয়া ইনোভেশন টেকনোলজি', ২৭ হাজি কমর উদ্দিন টাওয়ার দক্ষিনখান, ঢাকা।
(১২৩) সাইবারটেক, বগুড়া সদর, বগুড়া।
(১২৪) ইউনিভার্সেল মেডিকেল এন্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, মহাখালী, ঢাকা।
(১২৫) বাংলাদেশ হোটেল ম্যানেজমেন্ট এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১৪৭/ডি, গ্রীন রোড, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
(১২৬) ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, বড়লিয়া টংগিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।
(১২৭) আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, পাঁচদোনা-১৬০৩, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
(১২৮) আয়াত এডুকেশন (আয়াত কেয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট), আর. কে মিশন রোড, মানিক নগড়, ঢাকা।
(১২৯) বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি (বিএসএমআরআইআইটিএইচ), বিল্ডিং-২, লেভেল-৩, বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ১ মিন্টু রোড, ঢাকা-১০০০।
(১৩০) এ. এম কারিগরি প্রশিক্ষণ একাডেমি, ২ নং ওয়ার্ড, বাউফল পৌরসভা, বাউফল, পুটুয়াখালী।
(১৩১) শীলমান্দী যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগাহাটা, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
(১৩২) এস ডি আইটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মাধবদী, নরসিংদী।
(১৩৩) জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী, ফুলতলা, গোহাইল রোড, শাহজাহানপুর, বগুড়া।
(১৩৪) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, বন্দর, নারায়নগঞ্জ।
(১৩৫) শ্যামলী আইডয়াল টেকনিক্যাল কলেজ, তাজহাট রোড, আলমনগর, রংপুর সদর, রংপুর।
(১৩৬) বিজিএস-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ইসলামপুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।
(১৩৭) রাজধানী নার্সিং কলেজ, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(১৩৮) ডিডব্লিউ এফ নার্সিং কলেজ, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(১৩৯) ডিডাব্লিউএফ ন্যাশনাল স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(১৪০) আনোয়ার বেগম নার্সিং কলেজ, বরিশাল সদর, বরিশাল।
(১৪১) প্রচেষ্টা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিটিআই), ভাঙ্গাপুল, ভাদৈ, হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।
(১৪২) ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (ভিডিএস) ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, ভেলানগর, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
(১৪৩) ট্রাষ্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (টিটিটিআই), সেনওয়ালিয়া, জিরাবো রোড, বিশমাইল, সাভার, ঢাকা।
(১৪৪) কাটনারপাড়া নারী উন্নয়ন সংস্থা (কেএনইউএস), উত্তর কাটনারপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া।
(১৪৫) স্পেশালাইজড জেরিয়াট্রিক কেয়ার ইনস্টিটিউট, সিংঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ।

৩.৮.৩ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া

এনএসডিএ আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে সময় সময় উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত জাতীয় দক্ষতা পোর্টালে (NSP) আবেদন করতে পারে। আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্ত বিবেচনা করা হয়:

ক. ইন্ডাস্ট্রি-ইনস্টিটিউট লিংকেজ
খ. চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
গ. প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা
ঘ. ভৌগোলিক অবস্থান

৩.৯ পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recogniction fo Prior learning: RPL)

দক্ষতার সনদায়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি বা আরপিএল জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় একটি যুগোপযোগী, নমনীয় ও সমন্বিত দক্ষতা নির্ধারণ ব্যবস্থা। আরপিএল-এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জীবনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ নির্ভর দক্ষতাভিত্তিক একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একজন শিক্ষার্থী/কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি তার জীবনের যে কোনো স্তরে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পায়। সনদায়নের গ্রহণযোগ্যতা তখনই অর্জিত হয় যখন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অধিকতর উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। বিভিন্ন অকুপেশনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সনদায়নের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সমীচীন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ দক্ষতা সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান করা জরুরি।

দেশে ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে কর্মরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনবলের যথাযথ দক্ষতার আনুষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি নেই। ফলশ্রুতিতে, দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তারা দক্ষতার নিম্নস্তরে ও নিম্ন মজুরিতে কর্মে নিয়োজিত আছেন এবং কাঙ্খিত সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছেন না। আরপিএল পদ্ধতিতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, কর্মরত অবস্থায় পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে আরপিএল পদ্ধতিতে সনদায়নের মাধ্যমে যথাযথ দক্ষতা স্তরে নিয়োগ ও ন্যায্যমজুরি নিশ্চিত করাসহ কাঙ্ক্ষিত সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা সম্ভব।

এছাড়া, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষতাপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে তাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সনদপ্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছেন না। আরপিএল পদ্ধতিতে সনদায়িত ব্যক্তির কর্মদক্ষতার আত্মবিশ্বাস, নতুন চাকুরির অনুসন্ধান, সামাজিক মর্যাদাসহ স্বনির্ভর কাজের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান আরপিএল সেন্টারের কার্যক্রম চালাতে পারবে।

৩.১০ রি-স্কিলিং

কর্মসংস্থানমূলক দক্ষতা উন্নয়নে রি-স্কিলিং বা পুনঃদক্ষতা অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ এখন সময়ের দাবি। এমন অনেক দক্ষতা আছে যা অতীতে কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হলেও প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে বর্তমান কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ঠ নয়, বরং নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এতে একজন কর্মচারী সহজেই নতুন বা পরিবর্তিত বিষয় সর্ম্পকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। এ জন্য ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুযায়ী পুনঃদক্ষতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৩.১১ আপ-স্কিলিং

কোভিড-১৯ সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এই ভাইরাসজনিত রোগের জন্য পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি চাকরি হারিয়েছেন, হাজার হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। লকডাউনের কারণে সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাংলাদেশেও এই অভিজ্ঞতার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু প্রযুক্তিভিত্তিক পেশার জগতে বেশকিছু নতুন সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে, যেমন: ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, ই-কমার্স, ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল আর্থিক পরিসেবা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির অধিকতর ব্যবহার। ফলত, কর্মরত ব্যক্তিরা, যারা তাদের বর্তমান দক্ষতা নিয়ে কিছুটা প্রয়োজনহীন হয়ে উঠেছেন এবং যারা সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বর্তমানে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন, দুপক্ষের জন্যই নতুন ধরনের দক্ষতা ও শিখন পদ্ধতি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের রি-স্কিলিং এবং আপ-স্কিলিং তাদের জীবনব্যাপী শিখনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কার্যকর জীবনব্যাপী শিখন প্রতিবেশের জন্য সরকার, চাকুরিদাতা, শ্রমজীবী এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপন এবং সুসমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার।

৩.১২ কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি

এনএসডিএ-এর অধীনে নিবন্ধিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সক্ষমতার নিরিখে কোর্স পরিচালনার আবেদন করলে এনএসডিএ ও আইএসসি-এর কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক কোর্স প্রদানের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করলে কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ২০২১-২২ সময়ে এনএসডিএ-এর অধীনে ৬৪টি প্রতিষ্ঠানকে কোর্স এক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৬৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সেক্টর সমূহ
১	বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাসিরাবাদ, খুলশী, চট্টগ্রাম।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি
২	কুমিল্লা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।	কনস্ট্রাকশন
৩	ইউসেপ মিরপুর টেকনিক্যাল স্কুল, প্লট নং-২ও ৩, মিরপুর, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, ইনফরমাল
৪	ডলফিন ট্রেনিং সেন্টার, আশুলিয়া, সাভার ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি
৫	সিমেক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী, উত্তরা, ঢাকা।	আইসিটি, আরএমজি, ইনফরমাল
৬	মনটেজ ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেশন (বাংলাদেশ), ১৪২, ১৪৩, মিরাশপাড়া, নদী বন্দর রোড, বিসিক, টঙ্গী, গাজীপুর।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, আরএমজি
৭	বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুর-২, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট
৮	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টেকনিক্যাল মোড়, মিরপুর রোড, দারুস- সালাম, ঢাকা।	আরএমজি
৯	আল-হাজ্জ আব্দুল হাসেম খান রোড, রায়ের বাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	ইনফরমাল
১০	এসওএস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুর রোড, সেকশন-১৩, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
১১	সাইক ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড টেকনোলজী, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, আরএমজি, ইনফরমাল
১২	মাগুরা কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, মাগুরা সদর, মাগুরা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, আরএমজি, ইনফরমাল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
১৩	বার্জার পেইন্টার্স ট্রেইন্টিং ইনস্টিটিউট, ২৭৩-২৭৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন
১৪	বসুন্ধরা ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার, ১২৭, শেখের জায়গায়, খিলগাঁও, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, আরএমজি, ইনফরমাল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট
১৫	ইউসেফ হাজী সিকান্দর আলী স্কুল, পূর্ব বাড্ডা, ঢাকা।	ইনফরমাল
১৬	কে আই কে ইউসেপ হেসামউদ্দিন স্কুল, প্লট নং-৭, রোড নং-৫, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	ইনফরমাল
১৭	এসএন টেকনিকেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, শ্যামপুর, সদরপুর, ফরিদপুর।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, আরএমজি, ইনফরমাল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
১৮	রিসডা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, পুরুরা রোড, সালথা, ফরিদপুর।	কনস্ট্রাকশন, আরএমজি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
১৯	ইউসেপ সিটি পল্লী সিটি কর্পোরেশন স্কুল, ১৪ আউটফল, ধলপুর সিটি পল্লী ধলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, ইনফরমাল

২০	বাংলাদেশ আইটি ইনস্টিটিউট, ২২৫ সেনপাড়া, পার্বতা, মিরপুর, ঢাকা।	আইসিটি
২১	ইটেক গ্লোবাল লিমিটেড, (৩য় ও ৪র্থ তলা), ২২৫ সেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
২২	এশিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ১৪৯/৯-সি, শাহআলী বাগ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।	কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট
২৩	জসিম উদ্দিন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নিউ কলেজ রোড, জামালপুর সদর, জামালপুর।	কনস্ট্রাকশন, আরএমজি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমাল
২৪	কেয়ারগিভারস ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ, কেয়ারগিভারস ভবন, নবীনগর প্রজেক্ট, রোড-০৮, মোহাম্মদী হাউজিং লিঃ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।	ইনফরমাল
২৫	কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ৮৬ সিরাজউদ্দৌলা রোড, খানপুর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।	ইনফরমাল, কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
২৬	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি (এন.আই.এফ.টি), সি/এ ৭৪ ওয়্যারলেছ গেইট, মহাখালী, গুলশান, ঢাকা-১২১২।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট
২৭	টাঙ্গাইল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নগর জালফৈ, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি
২৮	কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।	ইনফরমাল
২৯	চৌগাছা মডেল কম্পিউটার ইন্সটিটিউট এন্ড টেকনোলজি (সিএমআইটি), চৌগাছা, যশোর।	কনস্ট্রাকশন
৩০	রিসডা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কালিয়াকৈর, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, ইনফরমাল
৩১	কম্প্যাক্ট ইন্সটিটিউট অব স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমাল
৩২	পাবনা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজাপুর, পাবনা সদর, পাবনা।	আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন, আরএমজি
৩৩	ডিজিটাল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, সদর হাসপাতাল রোড, শালগাড়িয়া, পাবনা সদর, পাবনা।	আইসিটি
৩৪	রাজশাহী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপুরা, শাহমখদুম, রাজশাহী।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, ইনফরমাল
৩৫	মাহীন আইটি লিমিটেড, হোসেন টাওয়ার (১১ তলা), বাড়ী নং: ১০৩, ঢাকা- ময়মনসিংহ রোড, সেক্টর নং: ০৭, হাউজবিল্ডিং, উত্তরা, ঢাকা।	আইসিটি
৩৬	সীমান্ত উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বলিয়ানপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	আইসিটি, আরএমজি, কনস্ট্রাকশন, ইনফরমাল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
৩৭	সাইক প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, বাড়েরা বাইপাস, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	কনস্ট্রাকশন
৩৮	যশোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (টিটিসি), নাজির শংকরপুর, যশোর সদর, যশোর।	আইসিটি, কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
৩৯	টিএমএসএস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার-বেনাপোল, বলপয়েন্টের মাঠ, শার্শা, যশোর।	আইসিটি, কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি
৪০	সাইবারটেক, বগুড়া সদর, বগুড়া।	আইসিটি, কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল

৪১	টিএমএসএস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, বগুড়া সদর, বগুড়া।	আইসিটি, কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল
৪২	এনডিসি নার্সিং কলেজ এন্ড কেয়ারগিভার ইনষ্টিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	ইনফরমাল
৪৩	দিশা ইন্সটিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি), মিরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা।	আইসিটি, কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল
৪৪	কেয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অব স্যার উইলিয়াম বেভারিজ ফাউন্ডেশন, শাহবাগ, রমনা, ঢাকা।	ইনফরমাল
৪৫	ইউনিভর্সেল মেডিকেল এন্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ, সরণি, মহাখালী, তেজগাঁও, ঢাকা।	ইনফরমাল
৪৬	সাইবারলিংক আইসিটি ভিলেজ, জান-ই-সাব হাউজিং, জমিলনগর, বগুড়া সদর, বগুড়া।	আইসিটি, কনস্ট্রাকশন, ইনফরমাল
৪৭	এ্যাপারেল ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি, হোসেন টাওয়ার, ১৩০, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা।	আইসিটি, আরএমজি
৪৮	বিজিআইএফটি ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ২৪৪, ১৯শে টাওয়ার, চান্দনা চৌরাস্তা, গাজীপুর।	আইসিটি, আরএমজি, কনস্ট্রাকশন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট
৪৯	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (এন. আই. ই. টি), রূপসী রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, আইসিটি (সাইবার সিকিউরিটি)
৫০	মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার ইন্সটিটিউট (এম. এ. এস. সি), মৌলভীপাড়া, দুপ্তারা, রুপগঞ্জ, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, আইসিটি (সাইবার সিকিউরিটি)
৫১	এশিয়া স্কিলস্ ইন্সটিটিশন, হারিন্দা ডেমরা কালিগঞ্জ, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট, আইসিটি (সাইবার সিকিউরিটি)
৫২	ব্লাইন্ড এডুকেশন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)', ৩/১, রোড- ১১, রুপনগর আ/এ, ঢাকা-১২১৬।	আইসিটি
৫৩	চৌধুরী টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, বাকপুরা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।	আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
৫৪	এস ডি আইটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, মাধবদী, নরসিংদী।	আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
৫৫	শীলমান্দী যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাগহাটা, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন
৫৬	জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী, ফুলতলা, গোহাইল রোড, শাহজাহানপুর, বগুড়া।	আইসিটি
৫৭	আয়াত এডুকেশন (আয়াত কেয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট), আর. কে. মিশন রোড, মানিক নগর, ঢাকা।	ইনফরমাল
৫৮	এশিয়া ইনোভেশন টেকনোলজি, হাজী কমর ইদ্দিন টাওয়ার, আশকোনা, দক্ষিণখান, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট
৫৯	সাইক প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, মির্জাপুর, সুইহারি, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমাল

৬০	দিনাজপুর ইন্সটিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, পাহাড়পুর (শহীদ মিয়ার মোড়) কোতয়ালী, দিনাজপুর।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি
৬১	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি(এনআইইটি), গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা।	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, ইনফরমাল, ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট
৬২	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, নরসিংদী সদর, নরসিংদী	কনস্ট্রাকশন, আইসিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আরএমজি, আইসিটি
৬৩	এলসিবিএস ঢাকা লিঃ, বাড়ি নং#১২০, রোড নং#৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	আইসিটি, আইসিটি (সাইবার সিকিউরিটি)
৬৪	রুমিয়া নার্সিং ইনস্টিটিউট, দ্বীন টাওয়ার, মেইন রোড, নওগাঁ।	ইনফরমাল

৩.১৩ অ্যাসেসর এবং ট্রেইনার অ্যাসেসর সনদায়ন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সক্ষমতাভিত্তিক নিরপেক্ষ দক্ষতামান যাচাই নিশ্চিতকরণ ও অভিন্ন মানের সনদায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে অ্যাসেসর পুল গঠিত হয়েছে যা শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া চলমান।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ধাপে ২৪৭ জন অ্যাসেসর এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত হয়েছেন। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১২ জন প্রার্থীকে ট্রেইনার অ্যাসেসর হিসেবে কম্পিটেন্ট ঘোষণা করা হয় এবং সনদ প্রদানের নিমিত্ত চূড়ান্ত করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের মাধ্যমে দক্ষতার সনদ দেওয়া শুরু হয়েছে। গত অর্থবছরে ১৫টি অকুপেশনের বিভিন্ন লেভেলের সর্বমোট ১২৫৬ জনকে সনদ দেওয়া হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে এনএসপির মাধ্যমে সনদ প্রদান সম্পর্কিত তথ্য

Sl No	Occupation & Level	Number
1	Automotive Mechanics Level-1	৭
2	Competency Based Assessment Methodology Level-4	২৭৪
3	Competency Based Training & Assessment Methodology Level-4	১১২
4	Consumer Electronics Level-1	১৪
5	Digital Marketing for Freelancing Level-3	১৭
	Digital Marketing for Freelancing Level-6	১৬
6	Domestic Work Level-1	৩০৬
7	Electrical Installation and Maintenance for Construction Level-2	২৩১
	Electrical Installation and Maintenance for Light Engineering Level-3	১০
8	General Caregiving Level-2	৫৮
9	Graphic Design for Freelancing Level-3	৩৮
	Graphic Design for Freelancing Level-5	৮
	Graphic Design Level-3	১১
10	Knit Sewing Machine Operation Level-2	২৮
11	Mid-level Management for RMG Level-4	৪১
12	Plumbing Level-2	২৩
13	Refrigeration and Air Conditioning Level-1	১১
14	Web Design and Development for Freelancing Level-3	১৪
	Web Design and Development for Freelancing Level-5	০৭
15	Welding Level-1	৩০
	Grand Total	১২৫৬

৩.১৪ অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার পরিচালনার স্বীকৃতি

এনএসডিএ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার পরিচালনার স্বীকৃতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সুপারিশের ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার পরিচালনার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ২৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা

১. ইউসেপ আমবাগান টেকনিক্যাল স্কুল ফ্লোরাপাস রোড, পাহাড়তলী, খুলশী, চট্টগ্রাম
২. এ. কে. খান ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুল ওয়াসা রোড, ১৮৮২/২৩০১, মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
৩. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, ২২৪/৩২৯ মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৪. ইনফ্রা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,২৯ নং ওয়ার্ড, ইছাপুর, কাশিপুর, বরিশাল সদর, বরিশাল।
৫. টিএমএসএস টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (টিটিআই), চাঁদপুর, নুনগোলা, বগুড়া
৬. টিএমএসএস ট্রাভেল এন্ড টুরিজ্যুম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নবাব বাড়ী রোড, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৭. টিএমএসএস ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পুরানাপৈল, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।
৮. ইউসেপ সিটি পল্লী সিটি কর্পোরেশন স্কুল,১৪ আউটফল, ধলপুর সিটি পল্লি, ধলপুর, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
৯. ইউসেপ যাত্রাবাড়ি টেকনিক্যাল স্কুল, সাদ্দাম মার্কেট, মাতুয়াইল, তুষারধারা আ/এ, কদমতলী, ঢাকা।
১০. বসুন্ধরা ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার, শেখের জায়গা রোড, ১২১, নন্দিপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা
১১. টাঙ্গাইল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নগর জালফে, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।
১২. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
১৩. কম্প্যাক্ট ইন্সটিটিউট অব স্কিলস ডেভেলপমেন্ট, চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা।
১৪. রাজশাহী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপুরা, শাহমখদুম, রাজশাহী।
১৫. সাইক প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, বাড়েরা বাইপাস, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।
১৬. সাইবারটেক, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৭. টিএমএসএস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, বগুড়া সদর, বগুড়া।
১৮. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি (এন.আই.এফ.টি), সি/এ ৭৪ ওয়্যারলেছ গেইট, মহাখালী, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
১৯. বার্জার পেইন্টার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট'', ২৭৩-২৭৬, তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা
২০. কেয়ারগিভারস ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ, কেয়ারগিভারস ভবন, নবীনগর প্রজেক্ট, রোড-০৮, মোহাম্মদী হাউজিং লিঃ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
২১. মাগুরা কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি, মাগুরা সদর, মাগুরা।
২২. রিসডা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, পুরুরা রোড, সালথা, ফরিদপুর।
২৩. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, ৮৬ সিরাজউদ্দৌলা রোড, খানপুর, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ।

৩.১৫ বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশসহ ৮৪টি দেশ ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল প্রতি ২ বছর অন্তর বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। গত ২০১৯ সালে ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশন রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ পেটিসরি এন্ড কনফেকশনারি ও ফ্যাশন টেকনোলজি অকুপেশনে অংশগ্রহণ করে। কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২১ সালের ৪৬তম বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২২ সালে অক্টোবর মাসে চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা কোভিড পরিস্থিতির কারণে বাতিল করা হয়।

বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হলো জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা। সে লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২১' আয়োজন করেছে। এ প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১৩টি পেশায় বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন World Skills Competition Shanghai, 2022 এ অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

World Skill Competition, 2022 Special Edition বিশ্বের ১৫টি দেশে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ ৪টি ট্রেড কুকিং, বেকারি, পেটিসরি এন্ড কনফেকশনারি এবং ফ্যাশন টেকনোলজিতে সুইজারল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডে অংশগ্রহণ করবে।

৩.১৬ জাতীয় স্কিলস পোর্টাল

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা ও যোগান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন ও স্কিলস গ্রাজুয়েটদের তথ্য, কোর্স এক্রিডিটেশন, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, শিক্ষানবিশি, আইএসসি-সংক্রান্ত বিষয়াদির সমন্বয়ে একটি স্কিলস পোর্টাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫ টি মডিউল এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১১ টি মডিউল এর কাজ বর্তমান অর্থবছরের মাঝে সম্পন্ন হবে। স্কিলস পোর্টাল কম্পোজিট ও মডিউলার আকারে তৈরি হবে যেখান থেকে ডাটাএন্টির সুবিধা, স্কিলস গ্যাপ বিশ্লেষণ এবং চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট তৈরির সুবিধা থাকবে। প্রাথমিকভাবে ১৬টি মডিউলের পরিকল্পনা থেকে পোর্টালের কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় স্কিলস পোর্টাল তৈরির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিনেসিস আইটি লি.-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। জাতীয় স্কিলসপোর্টালের ১৬টি মডিউলের চিত্র নিচে দেখানো হলো:

১) পলিসি, স্ট্র্যাটিজি ও গাইডলাইন, ২) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি), ৩) রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ, ৪) লাইভ জব অপরচুনিটিস, ৫) ট্রেনিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, ৬) স্কিলস ট্রেনিং প্রোভাইডারস রেজিস্ট্রেশন, ৭) কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন, ৮) অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অ্যাক্রিডিটেশন, ৯) ইন্সট্রাক্টর এন্ড অ্যাসেসর, ১০) ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট গ্রাজুয়েট ট্রাকিং, ১১) প্রোগ্রাম এন্ড প্রজেক্ট, ১২) অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সার্টিফিকেশন, ১৩) ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট, ১৪) মনিটরিং এন্ড ইভ্যাল্যুয়েশন, ১৫) ইভেন্টস এবং ১৬) ফাইন্যান্সিং।

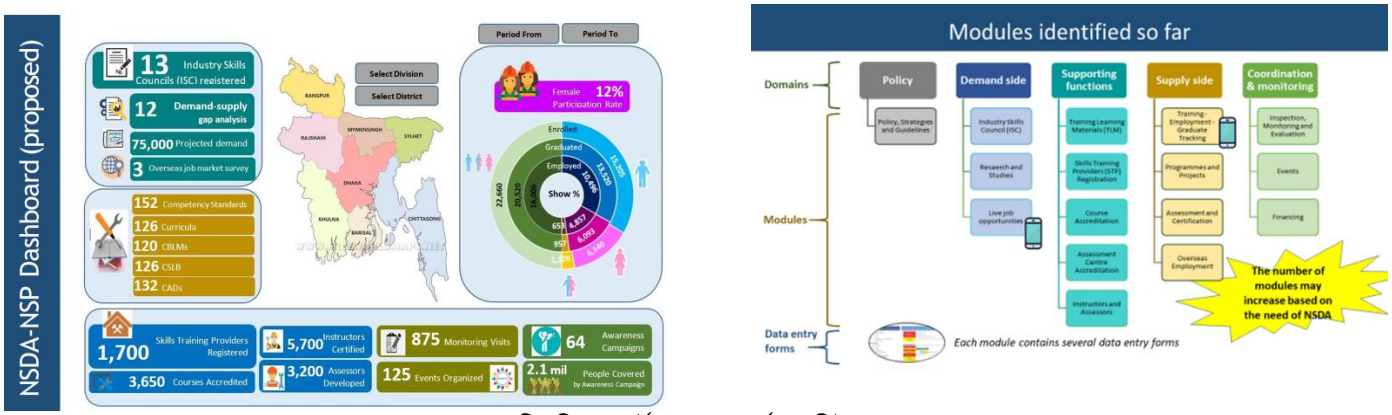

জাতীয় স্কিলস পোর্টালের ড্যাসবোর্ড ও মডিউল

৪.০ সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

৪.১ প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট

এনএসডিএ-এর সিএডি ও কারিকুলাম অনুসরণ করে ইতোমধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ইউসেপ বাংলাদেশসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১২৯৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের দ্বারা অ্যাসেস করা হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পুরো অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া তদারকি করেন।

প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট

৪.২ অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরি

আধুনিক ও সময়োপযোগী অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরি করা এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।

৪.৩ দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমন্বয়

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮(৬) (১) (ঙ) অনুযায়ী এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পরিপত্রে "প্রকল্প গ্রহণে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নীতি এবং এ সংক্রান্ত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুসরণ, বৈশ্বিক মান নিশ্চিতকরণ, দ্বৈততা পরিহার, প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও বৃহৎ প্রকল্পের দক্ষতা সংক্রান্ত কম্পোনেন্ট গ্রহণ, প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন" -এ অনুসরণীয় ১২ (বার) দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি পরীবিক্ষণ ও সমন্বয় সাধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বাস্তবায়নাধীন দক্ষতা-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি মনোনয়ন চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করে দক্ষতা-সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানে এনএসডিএ-এর কম্পিট্যান্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলাম অনুসরণের পরামর্শ প্রদান করে আসছেন।

৪.৪ অ্যাসেসর পুল তৈরি

দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এনএসডিএ-এর আওতায় একটি অ্যাসেসর পুল তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন ধাপে ৩৫৬ জন অ্যাসেসর এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত পুলভুক্ত অ্যাসেসরের সংখ্যা ৪২৪ জন।

৪.৫ ট্রেইনার অ্যাসেসর পুল তৈরি

সিবিটিএন্ডএ সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি ও এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের মধ্যে সিবিটিএন্ডএ সম্পন্ন যে কেউ ট্রেইনার হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হলে তাদের ট্রেইনার অ্যাসেসর হিসেবে পুলভুক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে এনএসডিএ-এর নির্ধারিত পরীক্ষার মাধ্যমে কম্পিটেন্ট হলে ট্রেইনার অ্যাসেসরের পুলভুক্ত হওয়া যায়। এ পর্যন্ত ১০৫ জনকে ট্রেইনার অ্যাসেসরের পুলভুক্ত করা হয়েছে।

৪.৬ অ্যাসেসমেন্ট উইং-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তথ্য

এনএসডিএ-এর সিএডি ও কারিকুলাম অনুসরণ করে ইতোমধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ইউসেপ বাংলাদেশসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের দ্বারা অ্যাসেস করা হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পুরো অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া তদারকি করেন।

আধুনিক ও সময়োপযোগী অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরি করা এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।

	কমপিটেন্ট	নট ইয়েট কমপিটেন্ট
অ্যাসেসর এন্ড ট্রেইনার (প্রশিক্ষক)	১০৫	৫৬
অ্যাসেসর	২৫১	১৫০
প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট	৮৫৩	৩৭২

অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণীত
৩৯টি

৪.৭ আইসিটি ফ্রিল্যান্সিং এবং অন্যান্য অকুপেশনের দক্ষতা সনদায়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশ সুবিধা (Demographic Windows of Opportunity) ভোগ করছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ২২ লক্ষ যুব শ্রম বাজারে যুক্ত হচ্ছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সনদ না থাকায় তারা উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হতে পারছেন না এবং দেশে বিদেশে স্বল্প পারিশ্রামিকে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসারণসহ শোভন কাজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনয়ন এবং কর্মের উপযোগী দক্ষ কর্মী তৈরির লক্ষ্যে এনএসডিএ কাজ করছে। অপরদিকে, দেশের যুব সমাজের একাংশ ফ্রিল্যান্সিংসহ অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই নিয়মিত অ্যাসেসমেন্ট এর পাশাপাশি পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি বা Recognition of prior learning (আরপিএল) পদ্ধতিতে যুবদের সংশ্লিষ্ট দক্ষতা অ্যাসেসমেন্ট করে সনদায়নের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর ফলে তাদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর দক্ষতার উন্নয়নের জন্য অভিন্ন সনদায়নের লক্ষ্যে এনএসডিএ হতে অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের ০৬ টি পেশাসহ মোট ১৯ (উনিশ)টি পেশা এবং অ্যাসেসর ট্রেইনারসহ ১৮৮৩ জনের অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১২৯৭ জন কম্পিটেন্ট হয়েছেন।

দেশের ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে ৯৬.২% এর বয়স ৩৫ এর নীচে এবং তারা ফ্রিল্যান্সিং পেশায় নিয়োজিত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ফ্রিল্যান্সিং পেশায় নিয়োজিতদের ৭৩.১% খন্ডকালীন ফ্রিল্যান্সার। যাদের অধিকাংশের মাসিক আয় ১৫,০০০/- টাকার কম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা সনদায়নের নিমিত্ত এনএসডিএ কর্তৃক নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- ০২ ডিসেম্বর ২০২০খ্রি. তারিখে আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা সনদায়ন গাইডলাইন এবং ১৯ জুলাই ২০২১খ্রি. তারিখে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) গাইডলাইন জারি করা হয়েছে।
- এনএসডিএ কর্তৃক অধিক সংখ্যক আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের অনলাইনে অ্যাসেসমেন্ট করে সনদায়নের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে নিবন্ধনে উৎসাহিত করার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা সনদায়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন এনএসডিএ এর ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। এনএসডিএ এর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ থেকেও প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। আইসিটি ফ্রিল্যান্সিংকে উপজীব্য করে ৩টি টিভিসি নির্মাণ করে ইলেক্টনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করা হচ্ছে।

- এনএসডিএ'র ন্যাশনাল স্কিলস্ পোর্টালের মাধ্যমে আইসিটি ফ্রিল্যান্সাদের আবেদন গ্রহণ এবং নিবন্ধন সম্পন্ন, অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি সম্পর্কে অরিয়েন্টেশন প্রদান, অ্যাসেসমেন্ট এবং সনদায়নের পুরো প্রক্রিয়াটি অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

- আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের সনদায়ন গ্রহনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১১মে ২০২২ তারিখে ICT Freelancing in Bangladesh : Present status,Challenges and Opportunity শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে আড়াই শতাধিক ফ্রিল্যান্সারসহ চার শতাধিক অংশগ্রহনকারী উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল স্কিলস্ পোর্টাল (NSP) এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ শুরু হলে অদ্যাবধি মোট ১০০জন আইসিটি ফ্রিল্যান্সার কম্পিটেন্ট হয়েছে। অদ্যাবধি ৬টি অকুপেশন ও লেভেলে অ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পেশার নাম	অ্যাসেসমেন্টে প্রশিক্ষণার্থী	ফলাফল (কম্পিটেন্ট)
১	গ্রাফিক ডিজাইন ফর ফ্রিল্যান্সিং লেভেল-০৩	৫১	৩৮
২	গ্রাফিক ডিজাইন ফর ফ্রিল্যান্সিং লেভেল-০৫	১১	০৮
৩	ডিজিটাল মার্কেটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং লেভেল-০৩	১৭	১৭
৪	ডিজিটাল মার্কেটিং ফর ফ্রিল্যান্সিং লেভেল-০৬	১৭	১৬
৫	ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ফ্রিল্যান্সিং লেভেল-০৩	২০	১৪
৬	ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর ফ্রিল্যান্সিং লেভেল-০৫	১১	০৭
মোট		**১২৭**	**১০০**

৫.০ এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

৫.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

সারা দেশে ২৯ টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং অধীনস্থ ৩৫ টি সংস্থার পাশাপাশি এনজিও এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে । কিন্তু এর মানের মধ্যে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত ধারায় নিয়ে আসার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন আইন, ২০১৮ এর মাধ্যমে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। আইন ও বিধিমালা প্রদত্ত ম্যানডেট-এর বাস্তবায়ন শুরু করার লক্ষ্যে নবগঠিত এনএসডিএ-কে শক্তিশালীকরণের জন্য 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৪৬.১০ কোটি টাকা যার পুরোটাই বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত। প্রকল্পের মাধ্যমে পেশাভিত্তিক দক্ষতামান, পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, অ্যাসেসমেন্ট টুলস্ প্রণয়ন; গবেষণার মাধ্যমে স্কিলস গ্যাপ নির্ধারণ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন ট্রেডে যে পরিবর্তন এসেছে তা সমন্বয়; এসএমডিএ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষন এবং কর্মশালার আয়োজন; দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এনএসডিএ-এর গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়ক হবে যা দেশের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা রাখবে।

৫.২ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

শিল্প ও পেশার চাহিদার প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী স্থানীয় ও আন্তর্জতিক বাজারের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনএসডিএ-কে শক্তিশালীকরণ।

৫.৩ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

(১) দক্ষতা প্রশিক্ষণ চক্র বাস্তবায়নে দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্ট তৈরি করা;
(২) শ্রমবাজারে দক্ষতার চাহিদা ও যোগান এবং স্কিলস গ্যাপ নির্ধারণ এবং ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা;
(৩) এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা এবং দক্ষতা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
(৪) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করা; এবং
(৫) দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫.৪ প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমুহ

প্রকল্পটি চারটি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কম্পোনেন্টসমূহ হলো:
১) **দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ডক্যুমেন্ট তৈরি করা:** এ কম্পোনেন্টের মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক অকুপেশন ও লেভেল অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতামান, পাঠ্যক্রম, অ্যাসেসমেন্ট টুলস্, কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ইত্যাদি প্রণয়ন করা হবে।

২) **গবেষণা:** শ্রমবাজারে দক্ষতার চাহিদা ও যোগান এবং স্কিলস গ্যাপ নির্ধারণ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয়ে ৬টি গবেষণা পরিচালনা করা হবে;

৩) **সক্ষমতা বৃদ্ধি**:এ কম্পোনেন্টের মাধ্যমে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা এবং দক্ষতা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লরক্ষ্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির আয়োজন করা হবে;

৪) **স্যোসাল মার্কেটিং:** দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণা বা সোস্যাল স্টিগমা দূরীকরণ, দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুফল সম্পর্কে যুবসমাজ ও অভিভাবকদের অবগত করা হবে।

৫.৫ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিলো ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৭৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৭.৭% শতাংশ। উল্লেখ্য, মোট বরাদ্দের মধ্যে ৬২ লক্ষ টাকা (মোট বরাদ্দের ৩৭%) বিদেশে দক্ষতা কার্যক্রম পরিদশনের জন্য বরাদ্দ থাকলেও অর্থমন্ত্রনালায়ের স্মারক নং ০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৮(অংশ-২)৪০৩ অনুযায়ী বিদেশ যাত্রা সীমিতকরণের ফলে উক্ত টাকা অব্যয়িত থেকে যাওয়ায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম /অর্জন নিম্নরূপ:

- আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ২ জন গবেষণা সহকারী, ২ জন অফিস সহায়ক ও ১ জন ক্লিনার নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১ জুন ২০২২ তারিখে তারা কর্মস্থলে যোগদান করেছেন।
- ৪টি কম্পিউটার, ৪টি ল্যাপটপ, ১টি স্ক্যানার ও ১টি প্রিন্টার ক্রয় প্রক্রিয়া জুন ২০২২ মাসে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১১ মে ২০২২ তারিখে 'Freelancing in Bangladesh: Present Status, Challenges and Opportunities' শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। সেমিনারে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তিন শতাধিক।
- ২৬ মে ২০২২ তারিখে আরটিভি, ২৯শে মে ২০২২ তারিখে একুশে টিভি ২ জুন ২০২২ তারিখে চ্যানেল আই ও এসএ টিভিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত টকশো প্রচার করা হয়েছে।
- ২৯ মে থেকে ২ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত এনএসডিএ এর কর্মকর্তাদের নিয়ে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন বিষয়ক ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসএসডিএ) কর্তৃক দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে জীবনমানের পরিবর্তন ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সামাজিক নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণের লক্ষ্যে ৫০ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যে একটি টিভিসি ২৬ জুন ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আটিভি ও নিউজ ২৪ চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।
- প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে ।
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- প্রকল্পের প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাত হতে স্যুভেনির, লিফলেট, বুকলেট, রাইটিংপ্যাড, প্রকল্পের নাম খোদাইকৃত কলম, ৯০০ পিস টি-শার্ট ও ১০০০ পিস মাস্ক তৈরি ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেমন কমিটির (পিআইসি) এর ৩ টি সভা এবং প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) এর ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৬.০ এনএসডিএ-এর অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম

১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আলোকে দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

২) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং অন্যান্য সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গবেষণা, জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা নিরূপণ, স্কিলস গ্যাপ নির্ধারণ এবং দক্ষতা চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান;

৩) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা বিবেচনায় স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপমেন্ট, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট প্রণয়ন, কারিকুলাম তৈরি, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ ও অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন;

৪) দেশের সকল দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত করে অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা;

৫) একটি সামগ্রিক জাতীয় স্কিলস পোর্টাল তৈরি করা যাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ, স্কিলস গ্রাজুয়েটদের তথ্য ও গ্রাজুয়েট ট্র্যাকিং, চাকরি ও চাকরিপ্রার্থীর তথ্য, স্কিলস গ্যাপ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ইত্যাদি বিষয়ে লাইভ তথ্য সন্নিবেশিত করা; এবং

৬) অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (MRA)-এর মাধ্যমে দক্ষতা গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রশস্ত করা।

৭.১ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রণয়ন ও অনুমোদন

৭.১.১ প্রণীত বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন

এনএসডিএ কর্তৃক এ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে:

১) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯
২) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০
৩) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চাকরি ও নিয়োগ প্রবিধানমালা, ২০২১
৪) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন, ২০১৯
৫) প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন, ২০২০
৬) অ্যাসেসর অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন, ২০২০
৭) কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২০
৮) অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২০
৯) আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের সনদায়ন গাইডলাইন, ২০২০
১০) পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২১
১১) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল অপারেশনস গাইডলাইন, ২০২১
১২) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন, ২০২২
১৩) সেন্টার অব এক্সিলেন্স গাইডলাইন, ২০২২

৭.১.২ নিম্নোক্ত গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চলমান

প্রশিক্ষক সনদায়ন গাইডলাইন।

৮.০ এনএসডিএ-এর সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যানবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবী	কর্মকাল
১	মোঃ ফারুক হোসেন	সচিব	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২	গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম	সচিব	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০-২৯ অক্টোবর ২০২০
৩	দুলাল কৃষ্ণ সাহা	সচিব	২৯ অক্টোবর ২০২০-৪ আগস্ট ২০২২

এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

ফটো গ্যালারি

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

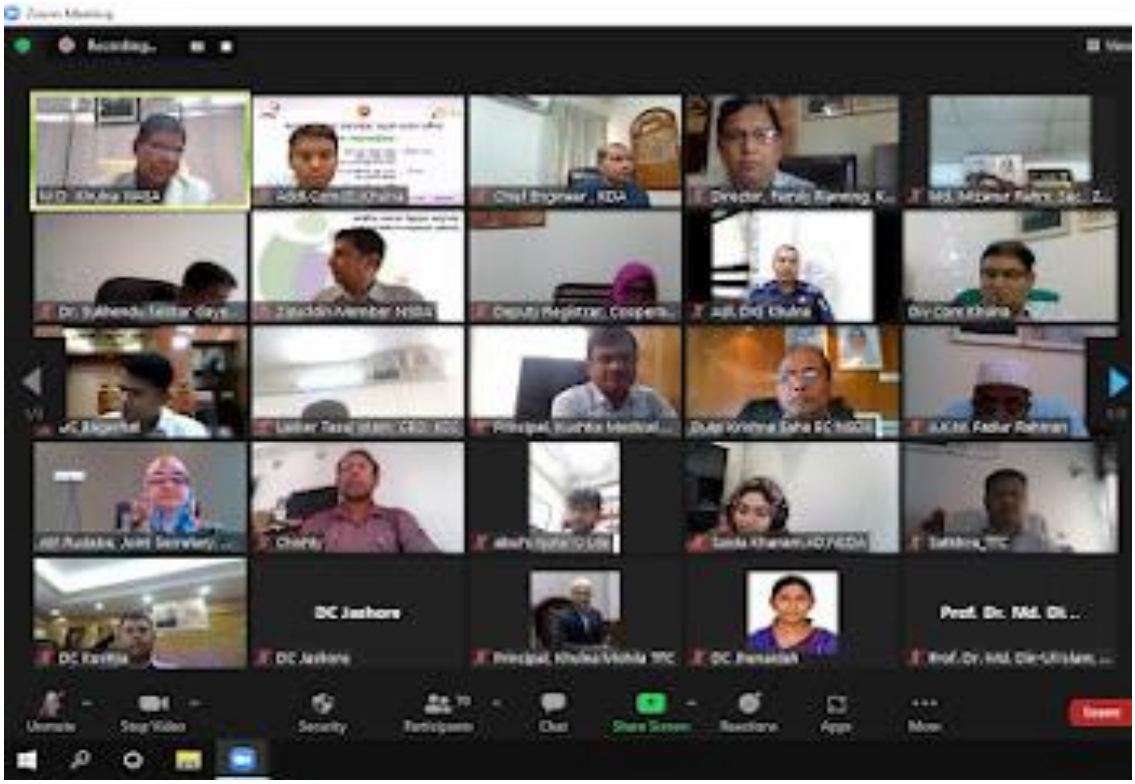

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠান

জুম প্লাটফর্মে এনএসডিএ'র কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের সাথে সভা

"Skills Development for Inclusive Growth in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ এ পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উপলক্ষে এনএসডিএ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২১-এর বিজয়দের মধ্যে সনদ বিতরণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২১

"Competency Standards Development Workshop on Computer Operation" শীর্ষক ওয়ার্কশপ

এনএসডিএ কর্তৃক আয়োজিত ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠান

এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিল্প দক্ষতা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ

এনএসডিএ'র কর্মকর্তাবৃন্দের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

"Skills trend of 21st Century: Country Perspectives, Policy Options and Interventions" শীর্ষক সেমিনার

ICT Freelancing in Bangladesh: Present Status, Challenges and Opportunities শীর্ষক সেমিনার

গভর্নিং বোর্ডের ১ম সভা

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের র‍্যালি

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান